এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-২: সমাজকর্মের শাখা

প্রশ্ন ▶ ১ রহিমা ভীষণ অসুস্থ। সমাজকর্মী কণা তাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। তার সহায়তায় রহিমার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। কণা হলো ঐ হাসপাতালের সমাজসেবা বিভাগের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। এজন্য এ কাজ করা তার জন্য সহজ হয়েছে। *[ঢা. বো, য. বো, সি. বো, সি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'Kline' শব্দের উৎপত্তি কোন ভাষা হতে? ১

খ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কণার কার্যক্রম সমাজকর্মের কোন শাখাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কণা সংশ্লিষ্ট শাখার একজন সমাজকর্মী হিসেবে আর কী কী ভূমিকা পালন করতে পারে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক ভাষা থেকে 'Kline' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

খ সমাজকর্মের যে বিশেষায়িত শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাকে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলে।

বার্ধক্যে মানুষ নানা ধরনের সমস্যায় ভোগে। এ সময় অনেককেই দারিদ্র্য, অনাহার, অবহেলা, মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা আর শারীরিক নানা বাধা-বিপত্তি বিপর্যস্ত করে তোলে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করা বা কাটিয়ে ওঠার জন্যই প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম কাজ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বয়স্কদের কল্যাণে নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেবা প্রদান করে।

গ উদ্দীপকের সমাজকর্মী কণার কার্যক্রম চিকিৎসা সমাজকর্মের ইঙ্গিত দেয়।

সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির পর এর পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা এ শাখার কাজ। সেইসাথে দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের ওষুধ ও বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার ব্যয় বহন এবং চিকিৎসার সময় তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে এ শাখা কাজ করে। এছাড়াও রোগ ও অসুস্থতার ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে।

চিকিৎসা সমাজকর্ম শাখা রোগীদের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও চিকিৎসা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি মানসিক ও আবেগীয় সমর্থন দেয়। প্রয়োজন অনুযায়ী দরিদ্র রোগীদের ক্ষুদ্রঋণ পেতে সাহায্য করাও চিকিৎসা সমাজকর্মের কার্যক্রমভুক্ত। উদ্দীপকের রহিমাকে সাহায্য করতে গিয়ে কণা উল্লেখিত কাজগুলোই করেন। তাই বলা যায়, কণার কার্যক্রম চিকিৎসা সমাজকর্মের ইঙ্গিত দেয়।

ঘ কণা একজন সমাজকর্মী হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা রাখতে পারেন।

সাধারণত চিকিৎসা সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধা পেতে রোগীকে সাহায্য করেন। এছাড়া তারা রোগীদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তবে এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা আরও কিছু ভূমিকা রাখতে পারেন।

উদ্দীপকের কণার মতো চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীর চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা দিতে ও চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ করতে সচেষ্ট থাকেন। অনেক সময় তারা রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে গরিব ও দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ, চশমা, হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ ইত্যাদি সরবরাহ করার উদ্যোগও নেন। এছাড়া তিনি ডাক্তার, নার্স ও রোগীদের মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী রোগী সম্পর্কে ডাক্তারকে সঠিক তথ্য দেন। সেইসাথে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর রোগীর মধ্যে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়ভীতি বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কুসংস্কার থাকে তা দূর করা ও যথাসময়ে চিকিৎসা গ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করতেও সমাজকর্মী ভূমিকা রাখেন।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে কণা শুধুমাত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ নয়, বরং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২ রবিন ও তার স্ত্রী দু'জনে ব্যাংক কর্মকর্তা। রবিনের বাবা সম্প্রতি অবসরে গেছেন। রবিন তার বাবার তেমন খোঁজ-খবর রাখতে পারে না। বাবার সাথে মাঝেমাঝেই তার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। তাই রবিন বাবাকে বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছে যেখানে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। *[ব. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ২]*

ক. NASW কত সালে সর্বপ্রথম ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যবহার করে? ১

খ. 'শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপই শিল্প সমাজকর্ম'— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি সমাজকর্মের কোন শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শাখাটির কার্যক্রম ফলপ্রসূকরণে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW ১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ব্যবহার করে।

খ শিল্প সমাজকর্ম শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে বলে একে শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

শিল্প সমাজকর্ম এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সমাজকর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। এ সহায়তা শ্রমিক শ্রেণির মানবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। শিল্প সমাজকর্মে শিল্পের উৎপাদন ও শ্রমিকের স্বার্থ দুটি দিকই রক্ষিত হয়। তবে সমাজকর্মের এ শাখার মূল কাজ হলো শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য বলা হয় শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপই শিল্প সমাজকর্ম।

গ উদ্দীপকে বৃদ্ধনিবাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেটি সমাজকর্মের অন্যতম শাখা প্রবীণকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য, অনাহার, অনাদর, অবহেলা, বিদ্রূপ, মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা আর শারীরিক নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি ব্যক্তিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এসব সমস্যার সমাধান ও প্রবীণদের জন্য সুস্থ, সুন্দর এবং নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

আর এর অন্যতম কার্যক্রম হলো বৃদ্ধ নিবাস স্থাপন করে সেখানে অসহায়, দরিদ্র প্রবীণদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, বিনোদনসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করা।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের রবিন তেমনই একটি বৃদ্ধনিবাসে বাবাকে পাঠিয়েছে। কাজের ব্যস্ততার কারণে তার পক্ষে সবসময় অবসরপ্রাপ্ত বাবার খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয় না। প্রায়ই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাবার সাথে ভুল বোঝাবুঝিও হয়। এক পর্যায়ে রবিন তাই বাবাকে বেসরকারি একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বৃদ্ধনিবাসে পাঠিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠানটি রবিনের বাবার মতো প্রবীণদের থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বৃদ্ধনিবাস প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের কার্যক্রম ফলপ্রসূ করে তুলতে একজন সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বার্ধক্যে ব্যক্তি যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন সে ব্যাপারে অনেক সময় পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকে না। এতে করে প্রবীণদের প্রতি আমাদের করণীয় কী হতে পারে সে সম্পর্কেও সবার সঠিক ধারণা নেই। এজন্য জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা জরুরি। এ ব্যাপারে সমাজকর্মীরা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কৃষিনির্ভর ও গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে একসময় যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। সে সময় বয়স্ক ব্যক্তিরা পরিবার থেকেই প্রয়োজনীয় আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা পেতেন। শিল্প বিপ্লব পরবর্তী আধুনিক সমাজ এ ঐতিহ্য থেকে ধীরে ধীরে অনেকটাই সরে এসেছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কয়েকযুগের নগরায়ণ ও শিল্পায়ন প্রবীণদের জন্য পরিস্থিতিকে আরও প্রতিকূল করে তুলেছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বয়স্ক মানুষদের সমস্যা সমাধানে সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। আবার প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারেন। যেমন, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। অনেক সময় দেখা যায়, প্রবীণরা তাদের বয়সজনিত মূল্যবোধ বা পুরনো বদ্ধমূল ধারণার কারণে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাদেরকেও সচেতন করে তুলতে পারে। সেইসাথে তারা যাতে পরিবারের অন্য সদস্যদের আদর্শ ও চিন্তাধারার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে পারেন। এ সব ক্ষেত্রে একজন প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মী নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৩ সাভারে একটি গার্মেন্টিসে মালিক ও শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিম্ন শ্রেণির কর্মচারিদের ছাঁটাই করে মালিক নতুন করে কারখানা শুরু করতে চাইলে তারা প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করে। উচ্চবিত্ত কর্মকর্তাদের সমস্যা না হলেও নিম্ন শ্রেণির কর্মীদের পথে বসতে হয়। এদের সমস্যা সমাধান ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন উপলব্ধি করে।

[ঢা; রা; কু; সি; য; বো; '১৭। প্রশ্ন নং ২; সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫; আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কী? ১

খ. প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন বিশেষায়িত শাখা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে তৃতীয় পক্ষ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যেখানে সাহায্যার্থীর সমস্যা (রোগ) নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয়।

খ প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের এমন শাখাকে বোঝায় যেটি প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

বর্তমানে প্রবীণদের বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রবীণকল্যাণের প্রতি বিশ্বের সবদেশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই প্রবীণ সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র, যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক চিকিৎসা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকের মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সমাজকর্মের অন্যতম বিশেষায়িত শাখা শিল্প সমাজকর্ম তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে।

শিল্প সমাজকর্ম শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করে। বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে শিল্প সমাজকর্ম কাজ করে। উদ্দীপকের সমস্যাটিও শিল্প সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুসারে, সাভারের একটি গার্মেন্টিসে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের স্বার্থের কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির নিম্ন পর্যায়ের কর্মীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট সংকটাবস্থার অবসান ঘটাতে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একজন শিল্প সমাজকর্মী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সংকটের কারণেই সময়ের প্রয়োজনে শিল্প সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা শিল্প সমাজকর্মের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে শিল্প সমাজকর্ম পরামর্শ প্রদান ও কার্যকর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কিছু সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। বিশেষ করে শ্রম আইনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের সমাধানে শ্রম আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে শিল্প সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকেও শিল্প সমাজকর্মের এরূপ ভূমিকা ফলপ্রসূ হবে।

উদ্দীপকের সাভারের গার্মেন্টিস প্রতিষ্ঠানটিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এখন শিল্প সমাজকর্মীরা এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পেছনে বিদ্যমান কারণ নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। দ্বন্দ্বের কারণ চিহ্নিত করার পর তারা বিদ্যমান শ্রম আইনের আলোকে এর সমাধান নির্ধারণ করবেন। পরবর্তী ধাপে তারা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির কাজ করবেন। তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ তুলে ধরে সমাধানের পথ নির্দেশ করে দেবেন। এক্ষেত্রে মূলত শিল্প সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্মের পদ্ধতির আলোকে সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন। তারা সাভারের শিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যমান দল বা সমষ্টিকে অর্থাৎ মালিক-শ্রমিক পক্ষকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। এভাবে তারা আলোচ্য সমস্যার একটি যৌক্তিক সমাধান দিতে সমর্থ হবেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্ম উপরোল্লিখিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Teachingbd.com

প্রশ্ন ▶ ৪ দরিদ্র বাবার সন্তান শারমিনের অল্প বয়সে বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছর পরে তার একটি প্রতিবন্ধী সন্তান হয়। শারমিনের স্বামী তার ভরণপোষণ করতে না পেরে তাকে তালাক দেয়। দরিদ্র, অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তা শারমিন প্রতিবন্ধী সন্তানটিকে নিয়ে খুবই কষ্টে আছে।

[বি. বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ২]

ক. চিকিৎসা সমাজকর্মের সর্বপ্রথম প্রয়োগ শুরু হয় কত সালে? ১

খ. শিল্প সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের শারমিন ও তার সন্তানের জন্য সমাজকর্মের কোন শাখা সাহায্য করতে পারে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শাখা বাংলাদেশের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে কতটা কার্যকরী বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের সর্বপ্রথম প্রয়োগ শুরু হয়।

খ শিল্প সমাজকর্ম বলতে কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে বোঝায়।

শিল্প সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষায়িত শাখা। এক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। মূলত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক ভূমিকা ও মানবিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করাই শিল্প সমাজকর্মের লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকের শারমিন ও তার সন্তানের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের অন্যতম শাখা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম সাহায্য করতে পারে।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের সেই শাখা যেখানে সাহায্যার্থীর (Client) সমস্যা (রোগ) নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানে সাহায্য করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন রোগীকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া সমাজকর্মের এ শাখার বৈশিষ্ট্য। বিবাহবিচ্ছেদ, অটিজম প্রভৃতির মতো সমস্যা নিয়ে এ শাখা কাজ করে।

উদ্দীপকের শারমিন একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারী। তার সন্তানটিও প্রতিবন্ধী। সে দারিদ্র্য ও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে অসহায় জীবনযাপন করছে। এ অবস্থায় ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা তাকে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারেন। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং অবহেলা, বঞ্চনা এবং সহিংসতার শিকার মানুষদের নিয়ে কাজ করেন। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বামী পরিত্যক্তা শারমিনের মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন। সমাজকর্মীরা তার প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করতেও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন। এভাবে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম শারমিন ও তার প্রতিবন্ধী সন্তানকে নতুন করে আশার আলো দেখাতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত শাখা অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বাংলাদেশের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বহু ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এসব সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী মূলত দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর নানা ধরনের সামাজিক কুপ্রথা। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এ সব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিকল্প নেই। বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের যথার্থ প্রয়োগ ঘটাতে পারলে অনেক সামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং দলীয়ভাবে সেবা দিয়ে থাকে। সমাজকর্মের এ শাখার পরিধি ব্যাপক। প্রিয়জনের মৃত্যু, ব্যক্তিগত অসামর্থ্য, ব্যর্থতা, বিবাহবিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদি ঘটনায় জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন হয় তা অনেক সময় ব্যক্তিকে বিভিন্নমাত্রায় বিপর্যস্ত করে। এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কাজ করে। তাছাড়া ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম উদ্বাস্তু, বেকার, দুর্বল ও অসহায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং গৃহহীনদের নিয়ে কাজ করে থাকে। দাম্পত্যকলহ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক যোগাযোগহীনতা, মাদকাসক্তি, অপরাধপ্রবণতা, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি সমস্যাও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। আর বর্তমান বাংলাদেশে এসব সমস্যা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজকর্মের কর্মপদ্ধতির আলোকে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম এসব সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের অনুশীলন বাংলাদেশে বিদ্যমান নানারকম পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৫ ফারজানা হক পরিবারের একমাত্র সন্তান। মা-বাবা কাজের প্রয়োজনে বাইরে গেলে সে বাসায় একা থাকে। খেলার সাথি পায় না। এই একাকিত্ব তাকে অসুস্থ করে তোলে। তার মধ্যে একধরনের ভ্রান্তি বা ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়। সে বড় হলেও সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারে না। তাই তার মা-বাবা তার জন্য বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। *[বি. বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশে কোন মেডিকেল কলেজে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ফারজানা হকের চিকিৎসার জন্য সমাজকর্মের কোন শাখা উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাখা সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশে কতটা কার্যকরী বলে তুমি মনে করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের এমন শাখাকে বোঝায় যা স্কুল গামী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে।

পেশাদার সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা হলো বিদ্যালয় সমাজকর্ম। এটি স্কুলের প্রধান কার্যাবলির সাথে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা করা, ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, নেতিবাচক আচরণ, বিশেষ দৈহিক আবেগীয় বা আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি সমাধানে এ সমাজকর্ম কাজ করে।

গ উদ্দীপকে ফারজানার সমস্যা মানসিক হওয়ায় তার চিকিৎসার জন্য সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি শাখা যার মাধ্যমে মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা সমাধানে কাজ করা হয়। এ শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের তত্ত্বাবধান, তাদের রোগের কারণ অনুসন্ধান, পর্যাপ্ত সেবা ও ওষুধ প্রদান, কাউন্সেলিং ইত্যাদি মানসিক সেবা প্রদান করা হয়। আর এ ধরনের সহায়তাই উদ্দীপকের ফারজানার ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

ফারজানা পরিবারের একমাত্র সন্তান। চাকরির কারণে বাবা-মা বেশিরভাগ সময় বাসায় না থাকায় এবং অন্য কোনো খেলার সাথি না থাকায় সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক আচরণ করতে পারছে না এবং সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারছে না। এ অবস্থায়

teachingbd24.com

একজন সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী ফারজানাকে সুস্থ করে তুলতে সহায়তা করতে পারেন। ফারজানার জন্য কী ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন তা তিনি ঠিক করে দিতে পারেন। তাছাড়া ফারজানার সাথে নিয়মিত কাউন্সেলিং, তার বাবা-মাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সহায়তা করেন। সুতরাং বলা যায়, ফারজানাকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে তার বাবা-মায়ের উচিত একজন সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর সহায়তা নেওয়া।

ঘ আমি মনে করি, সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশে উক্ত শাখা অর্থাৎ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম একটি প্রায়োগিক জ্ঞান। কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং বহুমুখী মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে এই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো যায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের ভূমিকাকে কার্যকর করতে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের মতো শতভাগ প্রায়োগিক শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কাজ করে থাকেন। তিনি শুধু রোগী নিয়েই গবেষণা ও আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু একজন সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি তার পরিবার, বাবা-মা ও ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে পারিবারিক এবং দলীয় থেরাপি দিয়ে থাকেন। তিনি সাহায্যার্থীর মানসিক ও সামাজিক দিক বিবেচনা করে তার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখেন। এ ধরনের পেশাগত দিক বিবেচনায় সমাজকর্মের এ শাখার প্রয়োগযোগ্যতা অসামান্য। তাছাড়া বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের আর্থ-মনো-সামাজিক জটিলতা বাড়তে থাকায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের আবেদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এর পেশাগত ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে সারাবিশ্বেই সমাজকর্মের এ শাখার প্রসার ঘটছে।

ওপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম মানসিক রোগীদের চিকিৎসায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ। আর এ কারণেই সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশে এর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব রায়হান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক, সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, অক্ষমতা, জড়তা ইত্যাদি সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকেন।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ ▌প্রশ্ন নং ২]

ক. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কখন? ১

খ. নিরক্ষরতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রায়হান সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রায়হানের অনুশীলন শাখার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়।

খ নিরক্ষরতা বলতে কোনো ব্যক্তির অক্ষর জ্ঞান জানা না থাকাকে বোঝায়।

মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে যে দুটি ভাষা-দক্ষতা অর্জন করে তা হলো লেখা ও পড়ার দক্ষতা। অন্যদিকে ভাষা বলা ও শোনার দক্ষতা প্রতিটি মানুষই সহজাতভাবে অর্জন করে। কিন্তু সবাই লিখতে ও পড়তে পারে না। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এই অভাবই নিরক্ষরতা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে জনাব রায়হান চিকিৎসা সমাজকর্ম শাখায় কাজ করেছেন।

একজন রোগীর চিকিৎসা গ্রহণ ও সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী সমাজকর্মের বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করেন।

উদ্দীপকের রায়হান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার কার্যাবলি পর্যালোচনা করে আমরা তাকে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তিনি ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক সমস্যা, সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, অক্ষমতা, জড়তা ইত্যাদির সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করেন। এক্ষেত্রে তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগান যা চিকিৎসা সমাজকর্মীর কাজের অনুরূপ। চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগী ও তার পরিবারকে নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে তিনি রোগীর আর্থ-সামাজিক, মানসিক ও পারিবারিক অবস্থা বিবেচনায় রাখেন। ফলে তিনি সহজেই রোগীর মনো-দৈহিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারেন। অর্থাৎ রোগীকে মানসিকভাবে সবল করে তোলা এবং তার সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। উদ্দীপকের জনাব রায়হানও উপরোল্লিখিত কাজগুলো করছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রায়হান চিকিৎসা সমাজকর্ম শাখায় কাজ করছেন।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনাব রায়হানের অনুশীলন শাখা অর্থাৎ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আয়তনের তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। যে কারণে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতে সমস্যাও অনেক। আর এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিশেষায়িত অনুশীলন শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের কোনো বিকল্প নেই। তাই বাংলাদেশে সমাজকর্মের এ শাখার বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। ফলে রোগীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত সামাজিক, মানসিক ও অন্যান্য প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার বাংলাদেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে সাধারণ জনগণ রোগ-ব্যাধি ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন নয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকে। তা ছাড়া আমাদের দেশে রোগমুক্তির পর রোগীর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাও করা যায় না। রোগীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সুযোগও অনেক সীমিত। এসব সমস্যা বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থায় চিকিৎসা সমাজকর্মের ব্যাপক প্রসার ও বাস্তবায়ন সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনাব রায়হানের অনুশীলিত চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রসার ও তার বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ মাহি নবম শ্রেণির ছাত্রী। অষ্টম শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষায় সে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু নবম শ্রেণিতে তার পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয় ঘটেছে। শিক্ষক বিষয়টি অনুধাবন করে মাহির বাবাকে বললে তিনি একটি সমাজসেবা এজেন্সির কর্মকর্তার শরণাপন্ন হন। কর্মকর্তা সমস্যাটি চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন।

[ঢা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. ১৬ ▌প্রশ্ন নং ২]

ক. চিকিৎসা সমাজকর্ম কী? ১

খ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখার মাধ্যমে মাহির সমস্যার সমাধান করা হয়েছে? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত সমাজকর্মের শাখাটির কার্যকারিতা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও দর্শনের যে বাস্তব প্রয়োগ করা হয় তাই চিকিৎসা সমাজকর্ম।

খ প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো এমন একটি বিশেষায়িত শাখা যেটি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে।

বার্ধক্যে মানুষ নানা ধরনের সমস্যায় ভোগে। এ সময় দারিদ্র্য, অনাহার, অবহেলা, মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা আর শারীরিক নানা বাধা-বিপত্তি তাদেরকে বিপর্যস্ত করে। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যই প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম কাজ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বয়স্কদের কল্যাণে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেবা প্রদান করে।

গ উদ্দীপকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের মাধ্যমে মাহির সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে অনেক শিশু খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। আবার একজন শিক্ষার্থী সেখানে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যার প্রভাবে তার জীবনে বিভিন্ন রকম নেতিবাচক পরিণতির উদ্ভব হয়। মূলত এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি এড়াতেই বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে।

উদ্দীপকের মাহি অষ্টম শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হলেও নবম শ্রেণিতে তার পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ ছিল না। পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত কোনো সমস্যার কারণে সে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দিতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মের দায়িত্ব হলো মূল সমস্যা নির্ণয় করে তার আশু সমাধান করা। উদ্দীপকের মাহির ক্ষেত্রেও সমাজসেবা এজেন্সির কর্মকর্তা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং তা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকাই পালন করেছেন। সুতরাং বলা যায়, মাহির সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি বিদ্যালয় সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত বিদ্যালয় সমাজকর্মের কার্যকারিতা আগে ফলপ্রসূ না হলেও বর্তমান সময়ে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও নানা সমস্যায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্যই বিদ্যালয় সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশেও এ উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিদ্যালয়ে এ শাখা চালু করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১৯৮৪ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ পদ্ধতিটি তখনকার সময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

উদ্দীপকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের একটি সফলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যদিও অতীতে বাংলাদেশে এ শাখার প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; তারপরও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এটি উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ সে অনুপাতে বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। ফলে সঠিক সমন্বয়ের অভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে নানা ধরনের মনো-সামাজিক সমস্যার (যেমন- পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলজনিত হতাশা, সহপাঠীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা, আত্মবিশ্বাসের অভাব) সম্মুখীন হয়। এ ধরনের সমস্যা থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ অবস্থায় আমি মনে করি, সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণের আওতায় বিদ্যালয় সমাজকর্ম বাংলাদেশে আবার চালু করা যেতে পারে। আশা করা যায় এর ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তা ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৮ আশুলিয়ায় একটি গার্মেন্টেসে মালিক ও শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিম্ন শ্রেণির কর্মচারিদের ছাঁটাই করে মালিক নতুন করে কারখানা শুরু করতে চাইলে তারা প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমস্যা না হলেও নিম্ন শ্রেণির কর্মীদের পথে বসতে হয়। এদের সমস্যা সমাধান ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কী? ১

খ. প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন বিশেষায়িত শাখা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে তৃতীয় পক্ষ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যেখানে সাহায্যার্থীর সমস্যা (রোগ) নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয়।

খ প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের এমন শাখাকে বোঝায় যেটি প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

বর্তমানে প্রবীণদের বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রবীণকল্যাণের প্রতি বিশ্বের সবদেশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই প্রবীণ সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র, যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক চিকিৎসা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকের মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সমাজকর্মের অন্যতম বিশেষায়িত শাখা শিল্প সমাজকর্ম তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে।

শিল্প সমাজকর্ম শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করে। বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে শিল্প সমাজকর্ম কাজ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যাটি শিল্প সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুসারে, আশুলিয়ায় একটি গার্মেন্টসে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের স্বার্থের কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির নিম্ন পর্যায়ের কর্মীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট সংকটাবস্থার অবসান ঘটাতে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একজন শিল্প সমাজকর্মী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সংকটের কারণেই সময়ের প্রয়োজনে শিল্প সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের মাধ্যমে শিল্প-শ্রমিকদের চাহিদা, শ্রমিক উন্নয়ন এবং বৃহৎ সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান করাই শিল্প সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা শিল্প সমাজকর্মের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে শিল্প সমাজকর্ম পরামর্শ প্রদান ও কার্যকর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কিছু সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। বিশেষ করে শ্রম আইনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের সমাধানে শ্রম আইন অনুসারে

Teachingbd24.com

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে শিল্প সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকেও শিল্প সমাজকর্মের এরূপ ভূমিকা ফলপ্রসূ হবে।

উদ্দীপকের আশুলিয়ার গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানটিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এখন শিল্প সমাজকর্মীরা এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পেছনে বিদ্যমান কারণ নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। দ্বন্দ্বের কারণ চিহ্নিত করার পর তারা বিদ্যমান শ্রম আইনের আলোকে এর সমাধান নির্ধারণ করবেন। পরবর্তী ধাপে তারা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির কাজ করবেন। তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ তুলে ধরে সমাধানের পথ নির্দেশ করে দেবেন। এক্ষেত্রে মূলত শিল্প সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্মের পদ্ধতির আলোকে সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন। তারা সাভারের শিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যমান দল বা সমষ্টিকে অর্থাৎ মালিক-শ্রমিক পক্ষকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। এভাবে তারা আলোচ্য সমস্যার একটি যৌক্তিক সমাধান দিতে সমর্থ হবেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মের কর্মপদ্ধতি প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৯ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত জামালকে তার আত্মীয়-স্বজনরা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে এলে মি. সুখেন চৌধুরী হাসপাতালের আউটডোর থেকে শুরু করে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা দেন। এরপর তিনি জামালের আত্মীয়কে পরবর্তী করণীয় যেমন– রক্তসংগ্রহ, ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ, অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ক্রাচ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশে কত সালে প্রথম স্কুল সমাজকর্ম চালু হয়? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মি. সুখেন চৌধুরীর কাজটি সমাজকর্মের কোন শাখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শাখার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে প্রথম স্কুল সমাজকর্ম চালু হয়।

খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে ব্যক্তি, পরিবার এবং দলের সাথে অথবা তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলন করাকে বোঝায়।

সমাজকর্মের এ শাখায় মানুষের সমস্যাগুলোকে ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্যকলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদির ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সাহায্যার্থীকে সাইকোথেরাপি এবং পরামর্শ সেবার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে মি. সুখেন চৌধুরীর কাজটি সমাজকর্মের চিকিৎসা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম অনুশীলনের সুপরিসর ক্ষেত্র হলো চিকিৎসা কার্যক্রম। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা রোগীর চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য চিকিৎসা সমাজকর্মের জন্ম হয়েছে। একজন রোগী হাসপাতালে আসার পর সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এগুলো চিহ্নিতপূর্বক রোগীর মানসিক, শারীরিক তথা সর্বজনীন কল্যাণ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্দীপকে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত জামাল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে হাসপাতালে আসলে মি. সুখেন চৌধুরী নামের সমাজকর্মী ভর্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাসহ চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। যেসব সমস্যা রোগীর রোগ নিরাময় প্রক্রিয়াকে শারিরিক ও মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত মানসিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অসমর্থ করে, সেসব সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে চিকিৎসা সমাজকর্ম কাজ করেছে। মি. সুখেন চৌধুরী জামালের হাসপাতালে ভর্তিতে সহায়তা ও পরামর্শ দেন। এজন্য বলা যায় মি. সুখেন চৌধুরীর কাজটি সমাজকর্মের চিকিৎসা সমাজকর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত চিকিৎসা সমাজকর্মের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

মানুষ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য হাসপাতালের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার রোগ নির্ণয়ের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। বর্তমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরোপুরি হাসপাতাল ও ক্লিনিক কেন্দ্রিক হওয়ায় অনেকের ক্ষেত্রেই রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে রোগী সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দরকার। এতে রোগীর অসুস্থতার ধরন, রোগীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক কাঠামো ও মানসিক অবস্থা, রোগীর ব্যক্তিত্ব, সম্পদের পর্যাপ্ততা, হাসপাতালের পরিবেশ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানা দরকার। কিন্তু যাবতীয় তথ্য চিকিৎসকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আহত জামালকে মি. সুখেন চৌধুরী চিকিৎসার জন্য সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করেন। মি. সুখেন একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। হাসপাতালে আসা গ্রামের অশিক্ষিত, নিরক্ষর, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বিভিন্ন ধরনের রোগীদের সহায়তা করেন চিকিৎসা সমাজকর্মী। রোগ নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন—রক্ত গ্রহণ, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে অস্ত্র পচার, সিটি স্ক্যান প্রভৃতি করাতে অনেক রোগী ভয় পায় এবং এ সকল বিষয়ে অজ্ঞ থাকে। এছাড়া চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা, কাউন্সেলিং প্রয়োজন হয়। এসব কাজ সম্পাদন করে থাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম, যা মি. সুখেন চৌধুরীর কার্যক্রমের মধ্যে দেখা যায়।

তাই বলা যায়, চিকিৎসার শুরু থেকে রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১০ শায়লা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে শ্যামলীর যক্ষ্মা হাসপাতালে এসেছে। কিন্তু হাসপাতালের পরিবেশ, ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্যদের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে অসহায় বোধ করছিল। এমন অবস্থায় তার সাথে জসিম নামে একজন ব্যক্তি সাথে পরিচয় হয় যে তাকে হাসপাতালের পরিবেশ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করেন এবং তার সমস্যা সমাধানে নানা কৌশলের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালান। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ২]*

ক. সাইক্রিয়াট্রিক সমাজকর্ম কী? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জসিম সাহেবের কার্যক্রম কোন ধরনের কার্যক্রম? ৩

ঘ. জসিম সাহেবের কার্যক্রম একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে সম্পাদনের বিবরণ দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাইক্রিয়াটিক সমাজকর্ম হলো- মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষ শাখাকে বোঝায়, যা বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে।

যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অমনোযোগী, অনিয়মিত এবং বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে অবাধ্য আচরণ করে, তাদের কল্যাণে সমাজকর্মের এ শাখা কাজ করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মী পরিবার, স্কুল ও সমষ্টির মাঝে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করেন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের জসিম সাহেবের কার্যক্রমের সাথে সমাজকর্মের অন্যতম শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের কার্যক্রমে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের অন্যতম শাখা হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। একজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও আবেগীয় সমর্থনের প্রয়োজন হয়, যা একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসা সমাজকর্মীর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী ডাক্তার, নার্স ও রোগীর মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। তিনি হাসপাতালে রোগী ভর্তি, তাকে সঠিক চিকিৎসা পেতে সাহায্য করা, রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত ভয়-ভীতি দূর করা, দরিদ্র রোগীদের আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্য পেতে সাহায্য করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ আরও বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের জসিম সাহেব একটি যক্ষ্মা হাসপাতালে চাকরি করেন। সেখানে শায়লা যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসে। শায়লার হাসপাতালের পরিবেশ, ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্যদের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে অসহায় বোধ করছিল। তখন জসিম তাকে হাসপাতালে খাপ-খাওয়াতে সাহায্য করে এবং তার সমস্যা সমাধানে নানা কৌশল প্রয়োগ করে। জসিম সাহেবের এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে বোঝা যায় তিনি একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। সুতরাং বলা যায়, জসিম সাহেবের কার্যক্রম চিকিৎসা সমাজকর্মকেই নির্দেশ করে।

ঘ জসিম সাহেবের কার্যক্রমগুলো হলো চিকিৎসা সমাজকর্মীর। তবে একজন শিল্প সমাজকর্মী হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে জসিম সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পেশাদার সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা হলো শিল্প সমাজকর্ম। মূলত শিল্প বিপ্লব এর পরবর্তী সময়ে মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং ফলপ্রসূ উৎপাদনের স্বার্থে সমাজকর্মের এ শাখার উদ্ভব হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগকে কেন্দ্র করে শিল্প সমাজকর্ম গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে একজন শিল্প সমাজকর্মী হিসেবে তার পেশাগত দক্ষতা ব্যবহার করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন। শ্রমিকদের মানবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। শিল্প-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও কর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অনন্য। এছাড়া কর্ম পরিবেশের সাথে শ্রমিকদের খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা, কর্মীদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা, শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই সাথে অন্যান্য কল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে একজন শিল্প সমাজকর্মী কাজ করেন।

উদ্দীপকে জসিম সাহেব একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে হাসপাতালে আসা রোগীদের হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করেন। পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়। ঠিক একইভাবে শিল্প জসিম সাহেবের কার্যক্রম একজন শিল্প সমাজকর্মী হিসেবে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, জসিম সাহেবের কার্যক্রম একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব ইমরান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক, সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, অক্ষমতা, জড়তা ইত্যাদি সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কখন? ১

খ. প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ইমরান সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব ইমরানের অনুশীলন শাখার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৮ সালে।

খ প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের এমন শাখাকে বোঝায় যেটি প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

বর্তমানে প্রবীণদের বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রবীণকল্যাণের প্রতি বিশ্বের সবদেশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই প্রবীণ সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র, যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক চিকিৎসা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ পূণ্য ঢাকা বারডেম হাসপাতালের একটি শাখায় মাস্টার্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ করছে। সেখানে প্রতিদিন গরিব ও দুঃস্থ রোগীকে বিভিন্ন চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়তা করাই পূণ্যের কাজ। এখানে কাজ করে সে নিজেকে একজন পেশাদার সমাজকর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. Clinical শব্দটি কোথা থেকে উদ্ভূত? ১

খ. মানবিক শাখার সাথে বিদ্যালয় সমাজকর্মের সম্পর্ক লেখো। ২

গ. পূণ্য সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করেছে? সেই শাখার পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসাবে উক্ত বিভাগে পূণ্যের কাজের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Clinical শব্দটি গ্রিক শব্দ Kline থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

খ মানবিক সমস্যার সাথে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সহায়তা করা। লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা, পিছিয়ে পড়া, স্কুল পালানো, ক্লাস ও পরীক্ষায় অনুপস্থিতি, ঝরে পড়া, সহপাঠী ও শিক্ষকের সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করা প্রভৃতি হলো বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের মানবিক সমস্যা যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। বিদ্যালয় সমাজকর্ম তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা নির্ণয় এবং হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের এসব মানবিক সমস্যার সমাধান, সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এজন্য বলা যায়, বিদ্যালয় সমাজকর্ম মানবিক সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ উদ্দীপকের পূণ্য সমাজকর্মের অন্যতম শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মে কাজ করেছে।

সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির পর এর পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা এ শাখার কাজ। এছাড়াও দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের ওষুধ ও বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার ব্যয় বহন এবং চিকিৎসার সময় তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে এ শাখা কাজ করে।

উদ্দীপকে পূণ্য বারডেম হাসপাতালের একটি শাখায় মাস্টার্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। সেখানে সে প্রতিদিন গরিব ও দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এতে বোঝা যায় পূণ্য চিকিৎসা

teachingbd24.com

সমাজকর্ম শাখায় কাজ করছে। চিকিৎসা সমাজকর্মের ইতিহাস বেশ পুরনো। সর্বপ্রথম ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড এ মেডিকেল সমাজকর্মীরা এ ধরনের কাজ শুরু করেন এবং তখন তারা লেডি অ্যালামনার্স নামে পরিচিত ছিল। সর্বপ্রথম ১৮৯৫ সালে লন্ডনের রয়্যাল ফ্রি হাসপাতালে মেরি স্টুয়ার্ট লেডি অ্যালমনার হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর ১৯১৮ সালে শিশু চিকিৎসক এলা ওয়েব আয়ারল্যান্ডে ডাবলিন শহরে তার চিকিৎসালয়ে প্রথম অ্যালামনার্সদের নিয়োগ দেন। তবে চিকিৎসা সমাজকর্মের বিকাশে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. রিচার্ড সি ক্যাবট। তিনিই সর্বপ্রথম রোগীর চিকিৎসায় সমাজকর্মীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেন। এরপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে চিকিৎসা সমাজকর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সর্বপ্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়। বর্তমানে দেশে ৬৪টি জেলার ৯০টি হাসপাতালে এ সমাজকর্মের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঘ একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে উক্ত বিভাগে অর্থাৎ চিকিৎসা সমাজকর্মে পুণ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

সাধারণত চিকিৎসকরা যেকোনো রোগীর অসুস্থতার ধরনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা শুরু রোগ নির্ণয়ের ওপর নির্ভর করে না; এক্ষেত্রে রোগীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক এবং মানসিক অবস্থাও বিবেচনায় আনতে হয়। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী মূলত এ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন।

উদ্দীপকের পুণ্য বারডেম হাসপাতালে গরিব ও দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসাক্ষেত্রে সহায়তা করছে। একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে পুণ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে পুণ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের কাছে এর পরিবেশ ও নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। ফলে প্রাথমিকভাবে অনেক রোগী হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে পুণ্য রোগীদের সহায়তা করতে পারেন। আবার দারিদ্র্যের কারণে অনেক রোগীই চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে তিনি রোগীর জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন। অনেক সময় রোগীরা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে ভয় পান। এক্ষেত্রে তিনি রোগীকে মানবিক সমর্থন দিয়ে সহজ-স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন। এছাড়া তিনি রোগী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য (যেমন- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থিক বিভিন্ন তথ্য, বন্ধুমহল কিংবা কর্মস্থলে তার অবস্থান, মানসিক হতাশা বা হীনমন্যতা ইত্যাদি) সংগ্রহ করেন, যা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসককে সহায়তা করে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, কোনো রোগীর পরিপূর্ণ সুস্থতা আনতে দক্ষ চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে পুণ্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৩

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. কত সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের নাম পরিবর্তন করে 'হাসপাতাল সমাজসেবা' রাখা হয়? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্মের শাখাটি কীভাবে শ্রম কল্যাণে ভূমিকা রাখে? মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮৪ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের নাম পরিবর্তন করে 'হাসপাতাল সমাজসেবা' রাখা হয়।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করা।

স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা অনেক সময় স্কুলের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। এছাড়া অনেকেই আর্থ-সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, আবেগীয়সহ বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে। বিদ্যালয় সমাজকর্ম শিক্ষার্থীদের এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের সফল জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের শাখা শিল্প সমাজকর্মের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

পেশাগত সমাজকর্মের অন্যতম শাখা হলো শিল্প সমাজকর্ম। মূলত শিল্প কারখানায় সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগকে কেন্দ্র করে শিল্প সমাজকর্ম গড়ে উঠেছে। শিল্প সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত দক্ষতা ব্যবহার করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে শিল্পকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আদায়, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করেন।

উদ্দীপকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যা মালিক শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়, শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে। উদ্দীপকের এই তথ্যগুলো উপরে বর্ণিত শিল্প সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্প সমাজকর্মের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্প সমাজকর্ম শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আদায়, কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রমকল্যাণে ভূমিকা রাখে।

শিল্প সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি শাখা, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের উন্নয়নে কাজ করে। এ শাখাটি মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করে থাকে। উদ্দীপকের ছকেও এ বিষয়গুলোই উল্লেখ করা হয়েছে যা শিল্প সমাজকর্মকে নির্দেশ করছে।

শ্রমকল্যাণ নিশ্চিতকরণে শিল্প সমাজকর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমাজকর্মের এ শাখা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কাঠামো, নীতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে কর্মীর জন্য কাজ করে। এ কাজের পাশাপাশি মালিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সাধারণত শিল্পকারখানায় শ্রমিক-মালিক একে অন্যের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মী উভয় পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে কাজ করে। অনেক সময় শিল্প সমাজকর্মীরা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া, সুযোগ-সুবিধা, অধিকার আদায়ে কাজ করে। একই সাথে তারা শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে শ্রমিক-মালিক স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের হার বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্মের অন্যতম শাখা শিল্পসমাজকর্ম শ্রমকল্যাণসাধনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রবিন ঢাকার অদূরে নবাবপুরে বাস করেন। গার্মেন্টস শ্রমিক সীমা ও তার স্বামী দুই সন্তানসহ তার বাড়িতে ভাড়া থাকে। মাসের শেষে প্রায়ই সীমা বাড়ি ভাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। সীমা ও তার স্বামী যে বেতন পায় তা দিয়ে চারজনের সংসার চালানো কষ্টকর। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তারাও মাঝে মাঝে বেতন বৃদ্ধির জন্য মালিকের নিকট দাবি জানায়। গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। একদিন সীমা অসুস্থ স্বামীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করায়। রবিন সাহেব হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের সাহায্যে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। *[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. চিকিৎসা সমাজকর্মে কোন ব্যক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী সমাজকর্মের সকল শাখায় কাজ করেন-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সীমার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন শাখা ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সীমার সমস্যা ও তার অসুস্থ স্বামীর সমস্যা সমাজকর্মের দুটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত-ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিকিৎসা সমাজকর্মে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন ডা. রিচার্ড সি ক্যাবট।

খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম সবধরনের মনো-সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা দূর করতে প্রয়োগ করা হয় বলে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে নিয়োজিত সমাজকর্মী সমাজকর্মের সকল শাখায় কাজ করেন।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী মানুষের আবেগীয় ও মানসিক সমস্যা দূর করতে প্রয়োগ করা হয়। এর প্রয়োগক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এটি হাসপাতালের রোগী থেকে শুরু করে শিল্পকারখানার শ্রমিক, বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থী, প্রবীণসহ সব শ্রেণির মানুষের মানবীয় সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মের অন্যান্য শাখায় কোনো সাহায্যার্থীর মনো-সামাজিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সমাজকর্মীরা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর কাছে স্থানান্তর করে। এভাবে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের সব শাখায় কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকের সীমার সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্ম ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিল্প সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ শাখাকে বোঝায়। মূলত শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের এ শাখা কাজ করে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিভিন্ন আবেগীয় সমস্যা (যেমন- হতাশা, হীনমন্যতাবোধ), স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্ম সহায়তা করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সীমা ও তার স্বামী যে বেতন পান তা দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর। এজন্য অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তারাও বেতন বৃদ্ধির জন্য মালিকপক্ষের কাছে দাবি জানান। তাদের এই সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মের ভূমিকা রয়েছে। কারখানার মালিকপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মীরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। মূলত তিনি শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নিরসন ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখেন।

ঘ উদ্দীপকে সীমার বেতন বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আর চিকিৎসা সমাজকর্ম তার অসুস্থ স্বামীর রোগ পরিচর্যায় ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ একটি শাখা হলো শিল্প সমাজকর্ম। সাধারণত শ্রমিক ইউনিয়ন এবং নিয়োগকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়। কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শাখা কাজ করে। তাই মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এ ধরনের সমাজকর্মীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- উদ্দীপকে গার্মেন্টস কর্মী সীমার কথা বলা হয়েছে। বেতন বৃদ্ধি নিয়ে তাদের কারখানায় বিদ্যমান অসন্তোষ দূর করতে একজন শিল্প সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

অন্যদিকে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। এ শাখার মাধ্যমে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ ব্যবহারে রোগীকে সহায়তা করা সম্ভব হয়। যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আবেগীয় সমস্যা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে চিকিৎসা সমাজকর্ম কাজ করে। উদ্দীপকে সীমার অসুস্থ স্বামীর ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম লক্ষণীয়। হাসপাতালে ভর্তির পর ওষুধ ও অন্যান্য সুবিধা পেতে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করা হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সীমা ও তার স্বামীর সমস্যা প্রকৃতিগতভাবে আলাদা। তাই তা সমাধানে সমাজকর্মের ভিন্ন দুটি শাখা কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রাফসান নবম শ্রেণির ছাত্র। সে অষ্টম শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষার কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু নবম শ্রেণির পরীক্ষায় তার ফলাফলে বিপর্যয় ঘটেছে। শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে রাফসানের বাবাকে বললে তিনি একটি সমাজসেবা এজেন্সির শরণাপন্ন হন। উক্ত সংস্থার কর্মকর্তা তার সমস্যাটি চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কখন? ১

খ. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখার মাধ্যমে রাফসানের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে? তা নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত শাখাটির কার্যকারিতা বাংলাদেশের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৫ সালে।

খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝায়।

এ শাখা সাধারণত মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় সমাজকর্মের জ্ঞান, তত্ত্ব ও দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে মানসিক রোগীদের চিকিৎসায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করে থাকেন।

গ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জুবায়ের সাহেব একজন সমাজকর্মী। তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অফিস শেষে বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় ৭০-৭৫ বছর বয়সী মফিজ মিয়া তার কাছে সাহায্য চাইলে জুবায়ের সাহেব অবাক হয়ে বললেন আপনি আমার কাছে সাহায্য চাইছেন কেন? সরকারইতো আপনার মতো ব্যক্তিদের জন্য নানা ব্যবস্থা রেখেছে। *[পীর মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ২]*

ক. চিকিৎসা সমাজকর্ম কী? ১

খ. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মফিজ মিয়ার মতো ব্যক্তির জন্য সরকারের কী ধরনের কর্মসূচি রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মফিজ মিয়ার সমস্যা সমাধানে জুবায়ের সাহেবের ভূমিকা কেমন হতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

Teachingbd.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও দর্শনের যে বাস্তব প্রয়োগ করা হয় তাই চিকিৎসা সমাজকর্ম।

খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝায়।

এ শাখা সাধারণত মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় সমাজকর্মের জ্ঞান, তত্ত্ব ও দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে মানসিক রোগীদের চিকিৎসায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করে থাকেন।

গ উদ্দীপকে মফিজ মিয়ার মতো প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সরকারের নানা ধরনের কর্মসূচি রয়েছে।

বার্ধক্য মানবজীবনের এমন এক সময় যখন দারিদ্র্য, অনাহার, অনাদর, অবহেলা, শারীরিক নানা ধরনের বিপত্তি প্রবীণদের প্রভাবিত করে। প্রবীণদের জন্য বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে নানাধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচি আছে। যেমন– পেনশন, গ্রাচ্যুইটি, অবসর ভাতা, আবাসিক সুবিধা প্রভৃতি। এ সমস্ত সুবিধার বেশির ভাগ সরকারি কর্মজীবিদের জন্য গৃহীত হয়। তবে দুস্থ ও অসহায় প্রবীণদের কল্যাণে বাংলাদেশ সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, পঙ্গু ও বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছে। তাছাড়া প্রবীণদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বৃদ্ধনিবাসের সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন।

উদ্দীপকে ৭০-৭৫ বছর বয়স্ক মফিজ মিয়াও একজন প্রবীণ। বয়সের ভারে নুজ্য এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল মফিজ মিয়া ভিক্ষা করেন। সমাজকর্মী জুবায়ের সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি মফিজ মিয়াকে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির কথা জানান। মূলত, মফিজ মিয়ার মতো প্রবীণরা বয়স্ক ভাতা, পুনর্বাসন কর্মসূচি, প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। তাই বলা যায়, মফিজ মিয়ার মতো প্রবীণদের অবস্থায় পরিবর্তনে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বিদ্যমান।

ঘ একজন সমাজকর্মী হিসেবে মফিজ মিয়ার মতো প্রবীণদের সমস্যা সমাধানে জুবায়ের সাহেবের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যময়।

সমাজকর্মী মূলত একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল (ব্যক্তি, দল, সমষ্টি সমাজকর্ম) প্রয়োগ করে প্রবীণ কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ সেবা প্রদান সমাজকর্মীর ভূমিকার অর্ন্তভুক্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং বিপদকালীন সময়ে প্রবীণদের এই সেবা দেওয়া হয়। এর ফলে তাদের মাঝে সমস্যা মোকাবিলা ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্য গড়ে ওঠে।

এছাড়া প্রবীণদের কল্যাণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য একজন সমাজকর্মী স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেন। এছাড়াও তিনি ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করতে পারেন।

তাই বলা যায়, প্রবীণদের কল্যাণে জুবায়ের সাহেবের মতো সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সৃষ্টি একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা প্রতিটি রোগীকে সে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। রোগীকে অপারেশন, রক্ত দেয়া কিংবা রক্ত নেয়া অথবা অন্য হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন হলে সৃষ্টি সহযোগিতা করে থাকেন। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]*

ক. Social Diagnosis গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে কী বুঝ? ২

গ. সমাজকর্ম হিসেবে সৃষ্টির দায়িত্ব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দায়িত্ব ছাড়াও সৃষ্টির আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে– কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Diagnosis গ্রন্থটির লেখক হলেন- ম্যারি রিচমন্ড।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ শাখাকে বোঝায়, যা বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে।

মূলত যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অমনোযোগী, অনিয়মিত এবং বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে অবাধ্য আচরণ করে, তাদের কল্যাণে সমাজকর্মের এ শাখা কাজ করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মী পরিবার, স্কুল ও সমষ্টির মাঝে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে থাকেন।

গ একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে সৃষ্টিকে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম, যা চিকিৎসার সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের সহায়তা করে। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগ করে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধার পূর্ণ ব্যবহারে সাহায্য করেন। এছাড়াও তারা রোগীদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থাও করেন। তবে এক্ষেত্রে আরো কিছু ভূমিকা রয়েছে। যেমন- রোগী ও তার পরিবার এবং চিকিৎসকদের মাঝে সমন্বয় সাধন, হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। সেই সাথে রোগীর দেখাশোনা, চিকিৎসা সম্পর্কে পরিবারকে যথাযথ তথ্য প্রদান করা, যাতে ভবিষ্যত ঝুঁকি সম্পর্কে তারা সতর্ক থাকতে পারে। রোগের কারণ এবং তার প্রভাব সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার জন্য চিকিৎসককে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করাও চিকিৎসা সমাজকর্মীর দায়িত্ব।

উদ্দীপকের সৃষ্টি হাসপাতালে আসা প্রতিটি রোগীকে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদানে সহায়তা করেন। রোগীকে অপারেশন, রক্ত দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। এতে বোঝা যায় সৃষ্টি একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। তাকে এসব দায়িত্ব পালন করতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দায়িত্ব ছাড়াও সৃষ্টির আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে। উদ্দীপকে কেবল মাত্র তিনটি ভূমিকা রয়েছে।

একজন পেশাদার চিকিৎসা সমাজকর্মীকে নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। তিনি রোগীকে হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ-খাওয়াতে সক্ষম করে তোলেন। সেই সাথে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারেও তার ভূমিকা রয়েছে। আবার চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন, যা তার রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে।

এছাড়া চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীর আচার-আচরণ, চলাফেরা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে রোগ ও রোগী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা চিকিৎসা সমাজকর্মীর অন্যতম কাজ। পাশাপাশি চিকিৎসকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে তিনি চিকিৎসা সময়ে রোগীকে সহায়তা করেন। এছাড়াও চিকিৎসা পরবর্তী সেবা প্রদানেও সমাজকর্মী সহায়তা করেন।

উদ্দীপকে সৃষ্টি একজন সমাজকর্মী। হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা প্রতিটি রোগীকে সে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন সহায়তা করেন। রোগীকে অপারেশন, রক্ত দেয়া-নেয়া ও অন্য হাসপাতালে পাঠানো এ দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু এ দায়িত্বগুলো ছাড়াও একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী আরও বিভিন্ন পেশাগত ভূমিকা রয়েছে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

teachingbdx.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব শফিক একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখায় জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক সমস্যা ও অক্ষমতা ইত্যাদি সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকেন। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজকর্ম কী? ১

খ. নিরক্ষরতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব শফিক সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে আধুনিক সমাজকর্মের কী ভূমিকা রয়েছে বলে মনে কর– ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা।

খ নিরক্ষরতা বলতে কোনো ব্যক্তির অক্ষর জ্ঞান জানা না থাকাকে বোঝায়।

মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে যে দুটি ভাষা-দক্ষতা অর্জন করে তা হলো লেখা ও পড়ার দক্ষতা। অন্যদিকে ভাষা বলা ও শোনার দক্ষতা প্রতিটি মানুষই সহজাতভাবে অর্জন করে। কিন্তু সবাই লিখতে ও পড়তে পারে না। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এই অভাবই নিরক্ষরতা নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ ব্যক্তি ও পরিবারে মনো-দৈহিক সমস্যা ও অক্ষমতা দূরীকরণে আধুনিক সমাজকর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমানে চিকিৎসা সমাজকর্মে সেবা গ্রহণকারী হলো সমস্যাগ্রস্ত অসহায় ও দরিদ্র রোগী যারা দারিদ্র্যের কারণে চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের আওতাধীন হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগ রোগীকে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারে। রোগীর অসুস্থ হওয়ার পেছনে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও পারিবারিক কারণ জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রোগ নির্ণয়ে ও সমাধানে সহায়তা করে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীর নিকট হাসপাতালের পরিবেশ সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। নিয়ম-কানুন সম্পর্কে রোগীরা থাকে অজ্ঞ। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীদের হাসপাতালে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে।

অনেক রোগী গ্রাম থেকে শহরে আসে চিকিৎসার জন্য। এসব ক্ষেত্রে রোগীদের ভর্তি করা থেকে শুরু করে হাসপাতালে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণে সমাজকর্মীরা সাহায্য করে। রোগীকে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা যেমন- রক্ত গ্রহণ, রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, অস্ত্রোপচার, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক রোগী ভয় পায়। এ সকল ক্ষেত্রে রোগীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য আধুনিক চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসা পরবর্তী অনেক রোগীর পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা সমাজকর্ম রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমষ্টি সম্পদ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। চিকিৎসা পরবর্তী অনেক রোগের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়; যেমন-ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব শফিক একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী যিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতা পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক সমস্যা ও অক্ষমতা দূর করেন। আর এ সমস্যা সমাধানে আধুনিক চিকিৎসা সমাজকর্ম উপরোল্লিখিতভাবে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ফারজানা হক পরিবারের একমাত্র সন্তান। মা-বাবার কাজের প্রয়োজনে বাইরে গেলে সে বাসায় একা থাকে। খেলার সাথি পায় না। এই একাকিত্ব তাকে অসুস্থ করে তোলে। তার মধ্যে একধরনের ভ্রান্তি বা ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়। সে বড় হলেও সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারে না। তাই তার মা-বাবা তার জন্য বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আদালত সমাজকর্ম কীসের উপর গুরুত্ব দেয়? ১

খ. চিকিৎসা সমাজকর্মকে কেন হাসপাতাল সমাজকর্ম বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে ফারহানা হকের চিকিৎসার জন্য সমাজকর্মের কোন শাখা উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাখা সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশে কতটা কার্যকরী বলে তুমি মনে করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদালত সমাজকর্ম কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনের উপর গুরুত্ব দেয়।

খ চিকিৎসা সমাজকর্ম মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে থাকে বিধায় চিকিৎসা সমাজকর্মকে হাসপাতাল সমাজকর্ম বলা হয়।

এটি মানুষের শরীরের বিভিন্ন রোগ নিয়ে কাজ করে এবং সমাজে এসব রোগের উৎপত্তি, কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করে। সমাজের মানুষেরা অপুষ্টিজনিত ও বিভিন্ন ভাইরাসজনিত কারণে এবং সমাজস্থ বিভিন্ন মানসিক সমস্যাজনিত কারণে যেসব রোগে আক্রান্ত হয়, সেগুলো নিয়েই চিকিৎসা সমাজকর্ম কাজ করে থাকে।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'তাজরীন ফ্যাশন' এর পুরো কারখানাটি আগুনে পুড়ে যায়। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা, বেতনভাতা, নিহতদের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবীতে বহুদিন আন্দোলন চালিয়ে আসছে। মালিকপক্ষও ক্ষতিগ্রস্থ। সরকার, গণমাধ্যম ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠনগুলো মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে কেউই আর ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। *[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ২]*

ক. রিচার্ড সি. ক্যাবট কে ছিলেন? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম কী? ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানে সমাজকর্মের কোনো বিশেষায়িত শাখা আছে কী? শাখাটি সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে বিবাদমান সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী কীভাবে ভূমিকা পালন করবেন? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রিচার্ড সি. ক্যাবট বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের একজন চিকিৎসক ছিলেন।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা। শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং বিদ্যালয় পরিবেশে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান নিরূপণের লক্ষ্যে কাজ করা হয়।

বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করেন। মূলত যেসব শিক্ষার্থী পড়াশোনায় অমনোযোগী এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ে নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে তাদেরকে স্কুলের পরিবেশ ও পড়াশোনার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে।

গ উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানে সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা আছে। উদ্দীপকে আলোচিত শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে শিল্প সমাজকর্ম আলোচনা করে থাকে।

Teachingbd24.com

শিল্প সমাজকর্ম শিল্প ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে গতিশীল করা এবং শিল্প-কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবন মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানে সমাজকর্ম জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটায়। শিল্প সমাজকর্ম শিল্পকারখানায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দূরত্ব লাঘবের মাধ্যমে শ্রমিকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করে।

উদ্দীপকে পোশাক কারখানায় মালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং শ্রমিকের ন্যায্য পাওয়া আদায়ে কঠোর কর্মসূচি পালন বিভিন্নমুখী সমস্যা তৈরি করছে। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের সমস্যা মোকাবিলায় শিল্প সমাজকর্মী শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান, অন্যান্য কল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন এবং ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। সর্বোপরি শিল্পকারখানার কাজের সাথে কর্মীর সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, দলীয়ভাবে বা পারিবারিকভাবে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন। উদ্দীপকের সমস্যাটি যেহেতু শিল্প সংশ্লিষ্ট, সেক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

শিল্প সমাজকর্মী শিল্পক্ষেত্রের সাথে জড়িত সমস্যা মোকাবিলায় পরামর্শক হিসেবে কাজ করে থাকে। শিল্প সমাজকর্মী শিল্পকারখানার শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভূমিকা রেখে থাকেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী মালিক-শ্রমিক এর মধ্যে সমঝোতার জন্য মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ একত্রে বসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। মূলত একজন শিল্প সমাজকর্মী কারখানার কর্মীদের নানা সমস্যার সমাধান ও সমস্যায় সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে থাকেন। উদ্দীপকে পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা যাতে করে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারে, সেই লক্ষ্যে শিল্প সমাজকর্মী শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন। মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সংক্রান্ত উপযুক্ত কারণ উপস্থাপন করতে পারেন। পাশাপাশি মালিক পক্ষকেও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু বিষয় ছাড় দিতে পরামর্শ দিতে পারেন। প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল ও পরিবারকে পরামর্শ দান এবং গৃহ পরিদর্শন করেন, যাতে করে শ্রমিকরা কর্মস্থলে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হন। শিল্প সমাজকর্মী দু'পক্ষের মধ্যে নানামুখী পরামর্শ ও কার্যাবলি সম্পাদন উক্ত সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ, শিল্পক্ষেত্রে শোষণ দূরীকরণ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শিল্পের বিকাশে শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২১ মালিহা একজন সমাজকর্মী হিসেবে হাসপাতালে কর্মরত আছেন। বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত রোগীদের হাসপাতালের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করা, মানসিক সমর্থন দান, ঔষধ পথ্য প্রদান আর্থিক সহায়তা দানের প্রয়োজনীয় উৎস খুঁজে বের করাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ২]

ক. সমাজকর্মের Founding Mother কে? ১

খ. প্রবীণ কল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মালিহার সহযোগিতা সমাজকর্মের কোন শাখার সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাখার জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের Founding Mother হলেন ম্যারি রিচমন্ড।

খ একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশেষ করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করতে পারেন। এছাড়া প্রবীণদের কার্যকরভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ বা মন্ত্রণালয় গঠনের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। সেইসাথে তিনি সাধারণ মানুষকে নিয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন। এছাড়া প্রবীণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত, শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যার কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধানের চেষ্টা করেন।

গ উদ্দীপকে মালিহার সহযোগিতা সমাজকর্মের অন্যতম শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত।

চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের অন্যতম শাখা হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। একজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও আবেগগত সমর্থনের প্রয়োজন হয়, যা একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসা সমাজকর্মীর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী ডাক্তার, নার্স ও রোগীর মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। তিনি হাসপাতালে রোগী ভর্তি, তাকে সঠিক চিকিৎসা পেতে সাহায্য করা, রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত ভয়-ভীতি দূর করা, দরিদ্র রোগীদের আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্য পেতে সাহায্য করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ আরও বিভিন্ন কাজ করে থাকেন।

উদ্দীপকে মালিহা হাসপাতালে একজন রোগী ভর্তি হওয়ার পর থেকে তার চিকিৎসাপ্রাপ্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মালিহার কাজগুলো একজন চিকিৎসা সমাজকর্মীর দায়িত্ব। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মালিহার কার্যক্রম সমাজকর্মের অন্যতম শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বর্তমান প্রেক্ষাপটে উক্ত শাখা অর্থাৎ চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। আয়তনের তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে চিকিৎসাক্ষেত্রে এদেশে সমস্যাও অনেক। আর এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিশেষায়িত অনুশীলন শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের কোনো বিকল্প নেই। তাই বাংলাদেশে সমাজকর্মের এ শাখাটির বিস্তার প্রয়োজন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অনান্য সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। ফলে রোগীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত সামাজিক, মানসিক ও অন্যান্য প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার, বাংলাদেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে সাধারণ জনগণ রোগ-ব্যাধি ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন নয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকে। তাছাড়া আমাদের দেশে রোগমুক্তির পর রোগীর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাও নেই। রোগীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সুযোগও অনেক সীমিত। এসব সমস্যা বাংলাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এমতাবস্থায় চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটানো জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রসার ও গুরুত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

Teachinbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২ সাভারে একটি গার্মেন্টিসে মালিক ও শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিম্নশ্রেণির কর্মচারীদের ছাটাই করে মালিক নতুন করে কারখানা শুরু করতে চাইলে তারা প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করে। উচ্চবিত্ত কর্মকর্তাদের সমস্যা না হলেও নিম্ন শ্রেণির কর্মীদের পথে বসতে হয়। এদের সমস্যা সমাধান ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কখন বিশ্বব্যাপী শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়? ১

খ. শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপই শিল্প সমাজকর্ম- বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন বিশেষায়িত শাখা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়।

খ শ্রমিকদের কল্যাণে সমাজকর্মের যে শাখা কাজ করে তাকে শিল্প সমাজকর্ম বলা হয়।

শিল্প সমাজকর্ম এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সমাজকর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। এ সহায়তা শ্রমিক শ্রেণির মানবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। শিল্প সমাজকর্মে শিল্পের উৎপাদন ও শ্রমিকের স্বার্থ দুটি দিকই রক্ষিত হয়। তবে সমাজকর্মের এ শাখার মূল কাজ হলো শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য বলা হয় শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপই শিল্প সমাজকর্ম।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব রায়হান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি সমাজকর্মের বিশেষ শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনোদৈহিক সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, অক্ষমতা, জড়তা ইত্যাদি সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকেন। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বাংলাদেশে কোন মেডিকেল কলেজে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়? ১

খ. নিরক্ষরতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রায়হান সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রায়হানের অনুশীলন শাখার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়।

খ নিরক্ষরতা বলতে কোনো ব্যক্তির অক্ষর জ্ঞান জানা না থাকাকে বোঝায়।

মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে যে দুটি ভাষা-দক্ষতা অর্জন করে তা হলো লেখা ও পড়ার দক্ষতা। অন্যদিকে ভাষা বলা ও শোনার দক্ষতা প্রতিটি মানুষই সহজাতভাবে অর্জন করে। কিন্তু সবাই লিখতে ও পড়তে পারে না। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এই অভাবই নিরক্ষরতা নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সমাজকর্মী কণা শ্রীফলা গ্রামের মানুষের সেবা দিতে গিয়ে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এ গ্রামের কিছু মানুষ শারীরিকভাবে আর কিছু মানুষ মানসিকভাবে রোগগ্রস্থ ছিল। এ ছাড়া আরো দুই শ্রেণির মানুষ ছিল যারা স্কুলে যেতে পারে না। এবং অন্যটি হলো বয়স্ক মানুষ যারা নানাভাবে সমস্যাগ্রস্থ। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কতসালে চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শ্রীফলা গ্রামের মানুষের সেবা প্রদানে কণা সমাজকর্মের কোন শাখার প্রয়োগ ঘটাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শ্রীফলা গ্রামের সমস্যাই সমাজকর্মের শাখার পরিধিভুক্ত- আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়।

খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে ব্যক্তি, পরিবার এবং দলের সাথে অথবা তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলন করাকে বোঝায়।

সমাজকর্মের এ শাখায় মানুষের সমস্যাগুলোকে ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্যকলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদির ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সাহায্যার্থীকে সাইকোথেরাপি এবং পরামর্শ সেবার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে কণা শ্রীফলা গ্রামের জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য সমাজকর্মের বেশ কয়েকটি শাখার সমন্বয় ঘটাবেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্রীফলা গ্রামের কিছু মানুষ শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত। যাদের জন্য কণা সমাজকর্মের চিকিৎসা সমাজকর্মের শাখার প্রয়োগ করবেন। এ শাখার প্রধান কাজ হলো চিকিৎসক ও রোগীর মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে চিকিৎসা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। আবার মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের জন্য কণা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম প্রয়োগ করবেন। এটি মানসিক রোগীদেরকে আচরণগত প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদান করবে।

এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে কণা বিদ্যালয় সমাজকর্ম শাখার প্রয়োগ ঘটাবেন। এটি ওই এলাকার শিশু-কিশোরদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করার পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়তা করবে। এছাড়া বয়স্ক মানুষদের কল্যাণে রয়েছে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম; যা প্রবীণদের নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসাগত সুবিধা ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা প্রদানে সহায়তা করে। শ্রীফলা গ্রামের প্রবীণদের সুরক্ষায় কণা সমাজকর্মের এ শাখার প্রয়োগ ঘটাতে পারেন।

উপরে আলোচিত সমাজকর্মের শাখাগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করে সমাজকর্মী কণা শ্রীফলা গ্রামের মানুষদের সেবা প্রদান করবেন।

ঘ উদ্দীপকে সমাজকর্মী কণা শ্রীফলা গ্রাম পরিদর্শনে যায়। এ গ্রামের মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তারা নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত।

শ্রীফলা গ্রামে শারীরিক, মানসিকভাবে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশাপাশি রয়েছে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু-কিশোর, রয়েছে বয়স্ক ও নির্ভরশীল মানুষ। যা ওই গ্রামের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্মে সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন হয়

Teachingbd24.com

শাখা। শারীরিক ও মানসিক রোগীদের সেবায় গড়ে উঠেছে চিকিৎসা সেবাকর্ম তথা হাসপাতাল সমাজকর্ম। আবার মানসিক রোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবাদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতি। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে বিদ্যালয় সমাজকর্ম। আর সমাজের প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য গড়ে উঠেছে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম।

উপরের এ আলোচনা থেকে বলা যায়, শ্রীফলা গ্রামের যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের প্রায় প্রতিটি শাখা কার্যকর। অর্থাৎ শ্রীফলা গ্রামের সমস্যা সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সোহানা একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। তার হাসপাতালে কিছু রোগী রক্ত পরীক্ষা করতে ভয় পায়। কিছু রোগীর অপারেশন প্রয়োজন হলেও অপারেশন করতে রাজি হচ্ছে না। একজন রোগীর চশমা প্রয়োজন কিন্তু কোথা থেকে তা নিতে হবে তা জানে না। একজন রোগীকে অন্য হাসপাতালে রেফার করলে সেখানে কীভাবে যেতে হবে তা জানে না। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ২]*

ক. বিদ্যালয় সমাজকর্ম কী? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কেন প্রয়োজন? ২

গ. সমাজকর্মী হিসেবে সোহানা এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে পারে, উদ্দীপকের আলোকে তা চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সোহানার এছাড়া আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে– কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদ্যালয় সমাজকর্ম হলো সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষ শাখা যেটি, শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের স্কুল কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করে তোলে।

খ মানুষের মনোসামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন কারণে, যেমন- প্রিয়জনের মৃত্যু, ব্যক্তিগত অসামর্থ্য, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদি কারণে মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হয়। এতে অনেকে আবেগীয় ও মানসিক সমস্যায় ভোগে। আর ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম মানুষের এসব মানবীয় কষ্ট ও ভোগান্তি লাঘবে এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে কাজ করে। এজন্য সমাজে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগীদের জন্য সমাজকর্মী হিসেবে সোহানার ভূমিকা অপরিসীম।

রোগীকে তার চিকিৎসার কাজে অংশগ্রহণ করানো চিকিৎসা সমাজকর্মীর অন্যতম কাজ। রোগী যাতে অপারেশন, রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে প্রভৃতি ব্যাপারে ভয় না পায় সেজন্য তাকে স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা করেন সমাজকর্মী। উদ্দীপকে বর্ণিত চিকিৎসা সমাজকর্মী সোহানারও ভূমিকা হবে তার হাসপাতালে যেসব রোগী রক্ত পরীক্ষা ও অপারেশন করতে ভয় পাচ্ছে তাদের স্বাভাবিক রেখে রক্ত পরীক্ষা ও অপারেশনে অংশগ্রহণ করানো।

সোহানার হাসপাতালের যে রোগীটি অর্থের অভাবে চশমা কিনতে পারছে না তার জন্য সোহানার কাজ হবে বিনামূল্যে চশমা সরবরাহ করা। কারণ গরীব ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা চিকিৎসা সমাজকর্মীর কাজ। তাছাড়া যেসব রোগী অন্য হাসপাতালে রেফার করলে সেখানে কীভাবে যেতে হবে তা জানে না, তাদেরকে সোহানা সহযোগিতা করবেন। কারণ সমাজকর্মীর অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করা।

ঘ একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে সোহানার বহুমুখী ভূমিকার মধ্যে উদ্দীপকে তিনটি ভূমিকার ইঙ্গিত থাকায় বলা যায়, সোহানার আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে।

একজন পেশাদার চিকিৎসা সমাজকর্মীকে নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ-খাওয়াতে সক্ষম করে তোলেন। সেই সাথে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারেও চিকিৎসা সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করেন। চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন, যা রোগীকে রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে।

চিকিৎসাকালীন রোগীর আচার-আচরণ, চলাফেরা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে রোগ ও রোগী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা চিকিৎসা সমাজকর্মীর অন্যতম কাজ। পাশাপাশি চিকিৎসকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে সহায়তা করেন এবং চিকিৎসা পরবর্তী সেবা প্রদানেও সমাজকর্মী সহায়তা করেন।

উদ্দীপকে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মীর তিনটি ভূমিকার ইঙ্গিত থাকলেও উপর্যুক্ত ভূমিকার কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। সুতরাং বলা যায়, একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে সোহানার উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত তিনটি ভূমিকা ব্যতীত আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ ফারহানা হক একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। তার হাসপাতালে কিছু রোগী রক্ত পরীক্ষা করতে ভয় পায়। এমনকি অপারেশন প্রয়োজন হলেও রোগী রাজি হচ্ছে না। একজন রোগীর চশমা প্রয়োজন, কিন্তু অর্থের অভাবে তা কিনতে পারছে না।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]

ক. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কী? ১

খ. শিল্প সমাজকর্মীর দুটি ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগীদের জন্য ফারহানা কী ভূমিকা রাখতে পারে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফারহানা হকের এ ছাড়াও আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে– কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা, যেখানে সাহায্যার্থীর সমস্যা নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয়।

খ শিল্প সমাজকর্মে একজন শিল্প সমাজকর্মী বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা। অন্যটি হলো মালিক-শ্রমিকের পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করা। সমাজকর্মের এ শাখাকে বৃত্তিমূলক সমাজকর্মও বলা হয়।

গ সামাজিক দায়িত্ববোধের কারণেই সমাজকর্মী ফারহানা হক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।

সমাজকর্ম এমন একটি পেশা, যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে এবং সমস্যা সমাধানে

Teachingbd24.com

ব্যক্তিকে সক্ষম করে তোলে। উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ফারহানা হকের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

একজন সমাজকর্মী পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানবিক দায়িত্বও পালন করে থাকেন। সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধের কারণে মানবিক অধিকার যেমন রক্ষা পায়, তেমনি কর্তব্যবোধও জাগ্রত হয়। উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করে ফারহানা হক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে দেওয়াই সমাজকর্মীর কর্তব্য। তাই সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার জন্যই ফারহানা হক পাশে দাঁড়ায় এবং সঠিক চিকিৎসা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলার উদ্যোগ নেয়।

গ সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে সমাজকর্মী হিসেবে ফারহানা হক অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীকে সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, প্রয়োগ করে রোগী, ডাক্তার, পরিবারসহ সর্বক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য ফারহানা হক ডাক্তারকে রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সার্বিক সেবা পেতে সহায়তা করতে পারে।

সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির পরিবারে তার রোগ সম্পর্কে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণের ক্ষেত্রেও সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবারের সদস্যদের বোঝাতে হবে যে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির রোগের জন্য সে দায়ী নয়। তাই তাকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা ঠিক নয়। আর এ ধরনের রোগ কোনো অসৎ কাজের জন্য সৃষ্টি হয় না। এভাবে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির পরিবারে তার স্বাভাবিক অবস্থান তৈরি করতে জারিফ ভূমিকা রাখতে পারে। আবার তাকে মানসিক সমর্থনের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলা, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম করে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সমাজকর্মী হিসেবে ফারহানা হকের ভূমিকা রাখতে পারে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ফারহানা হক ডাক্তার এবং নার্সদের মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে সুস্থ করে তোলা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রুমা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। ষষ্ঠ শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষায় সে ভালো রেজাল্ট করেছে। কিন্তু সপ্তম শ্রেণিতে তার ফল বিপর্যয় ঘটেছে। শিক্ষক বিষয়টি অনুধাবন করে রুমার বাবাকে জানান। রুমার বাবা জানতে পেরে সমাজসেবা এজেন্সির কর্মকর্তার শরণাপন্ন হন। কর্মকর্তা বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন। পরে রুমার সমস্যা সমাধান হয়।

[খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা | প্রশ্ন নং ২]

ক. প্রবীণ কারা? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সমাজকর্মের কোন শাখার মাধ্যমে রুমার সমস্যা সমাধান করা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত সমাজকর্মের শাখাটির কার্যকারিতা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘ ঘোষণা অনুসারে, বাংলাদেশে ৬০ বছর এবং তদূর্ধ্ব ব্যক্তিরা প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃত।

খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে ব্যক্তি, পরিবার এবং দলের সাথে অথবা তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলন করাকে বোঝায়।

সমাজকর্মের এ শাখায় মানুষের সমস্যাগুলোকে ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্যকলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদির ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সাহায্যার্থীকে সাইকোথেরাপি এবং পরামর্শ সেবার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের মাধ্যমে রুমার সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে অনেক শিশু খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। আবার একজন শিক্ষার্থী সেখানে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যার প্রভাবে তার জীবনে বিভিন্ন রকম নেতিবাচক পরিণতির উদ্ভব হয়। মূলত এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি এড়াতেই বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে।

উদ্দীপকের রুমা ষষ্ঠ শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হলেও সপ্তম শ্রেণিতে তার পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ ছিল না। পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত কোনো সমস্যার কারণে সে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দিতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের (School social work) প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মের দায়িত্ব হলো মূল সমস্যা নির্ণয় করে তার আশু সমাধান করা। উদ্দীপকের রুমার ক্ষেত্রেও সমাজসেবা এজেন্সির কর্মকর্তা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং তা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকাই পালন করেছেন। সুতরাং বলা যায়, রুমার সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি বিদ্যালয় সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত বিদ্যালয় সমাজকর্মের কার্যকারিতা আগে ফলপ্রসূ হয়নি। তবে বর্তমান সময়ে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও নানা সমস্যায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্যই বিদ্যালয় সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশেও এ উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিদ্যালয়ে এ শাখা চালু করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১৯৮৪ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ পদ্ধতিটি তখনকার সময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

উদ্দীপকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের একটি সফলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যদিও অতীতে বাংলাদেশে এ শাখার প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; তারপরও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এটি উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ সে অনুপাতে বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। ফলে সঠিক সমন্বয়ের অভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে নানা ধরনের মনো-সামাজিক সমস্যার (যেমন- পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলজনিত হতাশা, সহপাঠীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা, আত্মবিশ্বাসের অভাব) সম্মুখীন হয়। এ ধরনের সমস্যা থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ অবস্থায় আমি মনে করি, সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণের আওতায় বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School social work) বাংলাদেশে আবার চালু করা যেতে পারে। আশা করা যায় এর ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তা ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ লতিফা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তার কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে বেতন, ভাতা বোনাস বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন চলছে। মালিক পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে আন্দোলন থামছে না। আবার অন্যদিকে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। ফলে দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে লতিফা ঠিকমত বেতন ভাতা পাচ্ছেন না। *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ২]*

ক. Social Diagnosis গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. চিকিৎসা সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উল্লিখিত উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে উক্ত শাখার কর্মীরা কি ভূমিকা পালন করতে পারে? মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Diagnosis গ্রন্থের রচয়িতা ম্যারি রিচমন্ড।

খ চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি বিশেষ শাখা যার মাধ্যমে হাসপাতালে আসা রোগীর চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এটি সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা। সাধারণত হাসপাতাল পরিবেশে চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারে সহায়তা দান এ শাখার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগী ও তার পরিবার এবং চিকিৎসকদের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের শিল্প সমাজকর্ম শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে শিল্প সমাজকর্ম আলোচনা করে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে শিল্প সমাজকর্ম সহায়তা করে। এছাড়া এ শাখা শিল্প-কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবন মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানে সমাজকর্ম জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটায়। শিল্পকারখানায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দূরত্ব লাঘবের মাধ্যমে শ্রমিকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলাতেও শিল্প সমাজকর্ম সহায়তা করে।

উদ্দীপকে পোশাক কারখানায় মালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায়ে কঠোর কর্মসূচি পালন বিভিন্নমুখী সমস্যা তৈরি করছে। এক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মী শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান, অন্যান্য কল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন এবং ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। সর্বোপরি শিল্পকারখানার কাজের সাথে কর্মীর সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, দলীয় বা পারিবারিকভাবে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন।

একজন শিল্প সমাজকর্মী শিল্পক্ষেত্রের সাথে জড়িত সমস্যা মোকাবিলায় পরামর্শক হিসেবে কাজ করে থাকেন। তিনি শিল্পকারখানার শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভূমিকা রেখে থাকেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী মালিক-শ্রমিক এর মধ্যে সমঝোতার জন্য মালিক ও শ্রমিকপক্ষের একত্রে বসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। মূলত তিনি কারখানার কর্মীদের নানা সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে থাকেন। উদ্দীপকে পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা যাতে করে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারে, সেই লক্ষ্যে শিল্প সমাজকর্মী শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সংক্রান্ত উপযুক্ত কারণ উপস্থাপন করতে পারেন। পাশাপাশি মালিক পক্ষকেও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু বিষয় ছাড় দিতে পরামর্শ দিতে পারেন। প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল ও পরিবারকে পরামর্শ দান এবং গৃহ পরিদর্শন করেন, যাতে করে শ্রমিকরা কর্মস্থলে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হন। শিল্প সমাজকর্মী দু'পক্ষের মধ্যে নানামুখী পরামর্শ ও কার্যাবলি সম্পাদন উক্ত সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ, শিল্পক্ষেত্রে শোষণ দূরীকরণ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শিল্পের বিকাশে শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৯ কুলছুম সন্তান প্রসবের সময় জটিলতার কারণে বিনা চিকিৎসায় মরতে যাচ্ছিলেন। সমাজকর্মী রোকসানা তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে দেন। তার সহায়তায় বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় কুলছুমের। রোকসানা ওখানকার সমাজসেবা অফিসার। *[হাজীগঞ্জ মডেল সরকারি কলেজ, চাঁদপুর। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. Analyzing Social Problem-এর রচয়িতা কে? ১

খ. "সমাজ থেকে উদ্ভূত ও পরিমাপযোগ্যতা" সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য দুটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কুলছুমকে সেবা দিতে গিয়ে সমাজকর্মী রোকসানা সমাজকর্মের কোন শাখার জ্ঞান ব্যবহার করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কুলছুমের মতো দরিদ্র অসহায় রোগীদের কল্যাণে উক্ত শাখার জ্ঞান কতটুকু কার্যকর বলে মনে কর? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Analyzing Social Problem- এর রচয়িতা C. M. Case।

খ সামাজিক সমস্যায় অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমাজ থেকে উদ্ভূত ও পরিমাপযোগ্য।

সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত বলতে সমস্যার সামাজিক কেন্দ্রস্থলকে বোঝায়। এটি সমাজের বাইরের কোনো অবস্থা নয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষই এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী। আবার, পরিমাপযোগ্যতা বলতে বোঝায় সামাজিক সমস্যা দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যায় না তা সামাজিক সমস্যা নয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজকর্মী রোকসানার কার্যক্রম চিকিৎসা সমাজকর্মের ইঙ্গিত দেয়।

সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম, যা চিকিৎসার সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানের জন্য পরিচালিত হয়। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির পর এর পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের ওষুধ, বিভিন্ন টেস্ট এবং চিকিৎসাকালীন তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে এ শাখা কাজ করে। সেইসাথে রোগ ও অসুস্থতার ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

এছাড়া, এ শাখা রোগীদের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধসহ অন্যান্য চিকিৎসা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি মানসিক ও আবেগীয় সমর্থন দিয়ে থাকে। প্রয়োজনমাফিক দরিদ্র রোগীদের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণে সাহায্য করা চিকিৎসা সমাজকর্মের কার্যক্রমভুক্ত। উদ্দীপকে স্বপ্না দেবীকে সাহায্য করতে গিয়ে রোকসানা উপযুক্ত কাজগুলোই করেন।

ঘ কুলছুমের মতো দরিদ্র অসহায় রোগীদের কল্যাণে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম অনুশীলনের বৃহৎ ক্ষেত্র হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম। এটি এমন একটি সহায়ক কার্যক্রম যা হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহারে সহায়তা দান করে। সমাজকর্মের ব্যবহারিক এ শাখার প্রধান লক্ষ্য হলো চিকিৎসাধীন রোগীর সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনের সাথে হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্সসহ সংশ্লিষ্টদের কাজের সমন্বয় সাধন করে রোগ চিকিৎসায় সহায়তা করা। চিকিৎসা সমাজকর্মে একটি দল গঠনের মাধ্যমে রোগীকে সেবাদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রোগীকে বিভিন্ন ধরনের মানসিক চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসনেও সহায়তা করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কুলছুম সন্তান প্রসবের সময়কালীন জটিলতার কারণে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছিলেন। দরিদ্র কুলছুমের চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য ছিলো না। এ অবস্থায় হাসপাতালের সমাজসেবা অফিসার রোকসানা তাকে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। মূলত চিকিৎসা সমাজকর্মের মতে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা শুধু রোগ নির্ণয়ের ওপর নির্ভর করে না; এক্ষেত্রে রোগীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক এবং মানসিক অবস্থাও বিবেচনায় আনতে হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা দরিদ্র রোগীদের কাছে এর পরিবেশ ও নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। ফলে প্রাথমিকভাবে অনেক রোগী হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। এক্ষেত্রে রোকসানার মতো চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীদের সহায়তা করতে পারেন। এছাড়া অনেক দরিদ্র রোগীই চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে রোখসানার মতো সমাজকর্মীরা রোগীর জন্য অর্থ সাহায্যের অবস্থা করতে পারেন। অনেক সময় রোগীরা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে ভয় পান। তখন তারা রোগীকে মানসিক সমর্থন দিয়ে সহজ-স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন।

সামগ্রিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, কুলছুমের মতো দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের কল্যাণে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ অভি ও রুশো স্থানীয় বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। এ দুজন প্রতিদিনই স্কুলে না গিয়ে অন্য কোথায়ও আড্ডা দেয় ও ফুটবল খেলে। এভাবে চলতে থাকায় বিদ্যালয়ে তাদের অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায় ও ফলাফল খারাপ হতে থাকে। বিষয়টি ছাত্র উপদেষ্টার নজরে পড়ে। তিনি দুই ছাত্রের অভিভাবককে ডেকে এনে কথা বলেন। তাদের কাছ থেকে ক্লাশে অনুপস্থিতির প্রকৃত কারণ জানতে চান, সমস্যা উদঘাটনের চেষ্টা করেন এবং মা বাবাকে আরো সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। মাঝে মাঝে তিনি তাদের বাড়ি ও পরিবেশ পরিদর্শন করেন। এক সময় ছাত্রদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২]

ক. শিল্প সমাজকর্ম কী? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছাত্র উপদেষ্টাকে কার সাথে তুলনা করা যায়? উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্র উপদেষ্টার ভূমিকাগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের সেই শাখাকে বোঝায় যেটি শিল্পক্ষেত্রে কারখানার মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা। শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং বিদ্যালয় পরিবেশে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান নিরূপণের লক্ষ্যে কাজ করা হয়।

বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করেন। মূলত যেসব শিক্ষার্থী পড়াশোনায় অমনোযোগী এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ে নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে তাদেরকে স্কুলের পরিবেশ ও পড়াশোনার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের প্রায়োগিক শাখা বিদ্যালয় শাখা বিদ্যালয় সমাজকর্মকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে সন্তোষজনক সামঞ্জস্য বিধানে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। সাধারণত শিক্ষার্থী, পরিবার ও শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- স্কুল পালানো, শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বিদ্বেষমূলক মনোভাব (না বলে টিফিন খেয়ে ফেলা, মারামারি করা, পেন্সিল, টাকা ইত্যাদি চুরি করা), বিশেষ করে দৈহিক, মানসিক বা আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মী কাজ করেন। মূলত অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমানো এবং স্কুলের পরিবেশকে পড়াশোনা উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে এ শাখা কাজ করে।

উদ্দীপকের অভি ও রুশো ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। প্রায়ই তারা স্কুলে না গিয়ে অন্য কোথাও আড্ডা দেয়। এভাবে বিদ্যালয়ে তাদের অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায় ও পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হতে থাকে। বিষয়টি ছাত্র উপদেষ্টার নজরে পড়ে। তিনি অভি ও রুশোর অভিভাবকদের ডেকে কথা বলেন। তাদের অনুপস্থিতির কারণ, সমস্যা উদঘাটনের চেষ্টা করেন। সেই সাথে তাদের বাবা মাকে সচেতন হবার পরামর্শ দেন। তিনি মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি ও পরিবেশ পরিদর্শন করেন। এক পর্যায়ে ছাত্রদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উদ্দীপকের এসব তথ্য বা বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের বিশেষ শাখা বিদ্যালয় সমাজকর্মকে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের শাখা বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ছাত্র উপদেষ্টার সাথে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর তুলনা করা যায়। আর একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মী শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর প্রধান ভূমিকা হলো গৃহ স্কুল কমিউনিটির মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করা। এছাড়া অনেক সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না বলে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে। এমনকি তারা স্কুল ফাঁকি দেয়। এ ধরনের

teacomgo24.com

সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম। এ ব্যাপারে তিনি প্রথমেই সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। মূলত তাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। এছাড়া তিনি পরিবর্তন প্রতিনিধি (Change Agent) হিসেবে কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে তার মূল লক্ষ্য স্কুলের পরিবেশকে শিক্ষার্থীদের পছন্দনীয় করে তুলতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অভি ও রুশো ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। তারা প্রায়ই স্কুলে না গিয়ে অন্য কোথাও আড্ডা দেয়। যার ফলে পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয় এবং অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায়। বিষয়টি স্কুলের ছাত্র উপদেষ্টার নজরে পড়ে। তিনি দুই ছাত্রের অভিভাবকের ডেকে কথা বলেন, তাদের অনুপস্থিতির কারণ ও সমস্যা উদঘাটনের চেষ্টা করেন এবং পরিবারের সকলকে আরো সচেতন হতে বলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাদের বাড়ি ও পরিবেশে পরিদর্শন করেন। এক পর্যায়ে ছাত্রদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকের উপদেষ্টার কার্যাবলীর সাথে একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর বৈশিষ্ট্যের মিল লক্ষ করা যায়। আর একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মী ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যক্তিগত, দলীয় এবং পারিবারিক পন্থায় উপযুক্ত পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আসতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্র উপদেষ্টা অর্থাৎ একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ রহিম সাহেবের বয়স ৫৫ বছর। ইদানিং হঠাৎ করেই তার প্রচণ্ড পানি পিপাসা এবং ক্ষুধা লেগে যায়। তাছাড়া প্রায়ই তার ঘাড়, হাত-পা ব্যথা করে। তার ছেলে রানা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি তা তেমন আমলে নেন না। রানা একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হলে তিনি রহিম সাহেবের সাথে আলাপ করেন। অবশেষে রহিম সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে রাজি হন।

[সাভার সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. কারা সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের কাজ করে থাকে? ১

খ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী কীভাবে রহিম সাহেবকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে সক্ষম করেন? ৩

ঘ. "উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি সমাজজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ" —বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের কাজ করে থাকে।

খ সমাজকর্মের যে বিশেষায়িত শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাকে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলে।

বার্ধক্যে মানুষ নানা ধরনের সমস্যায় ভোগে। এসময় অনেককেই দারিদ্র্য, অনাহার, অবহেলা, মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা আর শারীরিক নানা বাধা-বিপত্তি বিপর্যস্ত করে তোলে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করা বা কাটিয়ে ওঠার জন্যই প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম কাজ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বয়স্কদের কল্যাণে নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেবা দিয়ে থাকেন।

গ উদ্দীপকের সমাজকর্মী প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে রহিম সাহেবকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে সক্ষম করেন।

মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘনীয় দিক হলো বার্ধক্য বা প্রবীণ। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মতে, ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীরাই হচ্ছেন প্রবীণ। প্রবীণ বয়সে মানুষ বিভিন্ন শারীরিক-মানসিক, আর্থিকসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভোগেন। তাদের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবীণ কল্যাণ সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকে।

উদ্দীপকের রহিম সাহেবের বয়স ৫৫ বছর। অর্থাৎ তিনি একজন প্রবীণ ব্যক্তি। ইদানীং হঠাৎ করেই তার প্রচণ্ড পানি পিপাসা এবং ক্ষুধা লেগে যায়। প্রায়ই ঘাড়, হাত, পা ব্যথা করে। তার ছেলে রানা তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে চাইলেও তিনি আমলে নেন না। এরপর রানা একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হলে তিনি রহিম সাহেবের সাথে কথা বলেন এবং রহিম সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে রাজি হন। রহিম সাহেবকে রাজি করানোর ক্ষেত্রে সমাজকর্মী প্রবীণ সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ব্যক্তিগত সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে রহিম সাহেবের সমস্যা সম্পর্কে অনুধ্যান করেছেন। এরপর সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাকে চিকিৎসাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতে রহিম সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে রাজি হন।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির অর্থাৎ প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম সমাজজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবীণ বয়স হচ্ছে মানবজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়। এসময় তারা আর্থ-সামাজিক, শারীরিক, মানসিকসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে। আর প্রবীণদের এসব সমস্যা সমাধানে প্রবীণ সমাজকর্ম কাজ করে যাকে এক্ষেত্রে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করে প্রবীণদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে থাকেন।

সমাজকর্মী মূলত একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তাই বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল (ব্যক্তি, দল, সমষ্টি সমাজকর্ম) প্রয়োগ করে তিনি প্রবীণকল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ সেবা প্রদান সমাজকর্মীর ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং বিপদকালীন সময়ে প্রবীণদের এই সেবা দেওয়া হয়। এর ফলে তাদের মাঝে সমস্যা মোকাবিলা ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্য গড়ে ওঠে।

এছাড়া প্রবীণদের কল্যাণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য একজন সমাজকর্মী স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেন। এছাড়াও তিনি ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করতে পারেন। অনেক সময় প্রবীণরা তাদের বয়সজনিত মূল্যবোধ বা ধারণার কারণে নিজেরাই সমস্যায় পড়েন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাদেরকে সচেতন করে থাকেন। সেই সাথে তারা যাতে পরিবারের সদস্যদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেন।

এভাবে প্রবীণ সমাজকর্ম প্রবীণদের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে সমাজে সুস্থ, সুন্দর জীবনযাপনে ভূমিকা রাখে।

Teachingbd.com

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমাজকর্মের শাখা

★ সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি

১. ব্যক্তিগত বা মনোসামাজিক সমস্যা প্রশমনের জন্য কারা কাজ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক সাইকিয়াট্রিক খ সমাজকর্মী
গ আইনজীবী ঘ চিকিৎসক **খ**

২. 'সমাজকর্ম পেশায় সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোর জ্ঞান অপরিহার্য'— উক্তিটি মূল্যায়নে কী পরিলক্ষিত হয়? [জ্ঞান] *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*
ক অন্য শাখাগুলোর জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করতে হয়
খ অন্য শাখাগুলোর জ্ঞান পরিপূরক হিসেবে কাজ করে
গ সমাজকর্মের ভিত্তি গড়ে ওঠে অন্য শাখার জ্ঞানের ওপর
ঘ সমাজকর্ম ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান একে অপরের সমার্থক **খ**

৩. প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা সমাজকর্ম কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়? [অনুধাবন]
ক অপরাধীদের সহায়তার ক্ষেত্রে
খ সমাজকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে
গ বিশ্বব্যাপী অন্যায় প্রতিরোধে
ঘ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নে **ঘ**

৪. সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় যৌক্তিক কারণ কী? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক নানা পদ্ধতি ব্যবহার করায়
খ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়ায়
গ পরিধি ব্যাপক হওয়ায়
ঘ অনুশীলন ভিত্তিক বিজ্ঞান হওয়ায় **গ**

৫. সাহায্যার্থীর মনোসামাজিক সমস্যা নির্ধারণে সমাজকর্মের কোন শাখা কাজ করে? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম
খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
গ পেশাগত সমাজকর্ম
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম **ঘ**

৬. আদালত সমাজকর্ম কাদের জন্য কাজ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক আইনজীবীদের জন্য
খ পুলিশদের জন্য
গ অপরাধীদের জন্য
ঘ মহিলা অপরাধীদের জন্য **গ**

৭. সমাজকর্মের কোন শাখা মূলত সমষ্টি সমাজকর্মের পৃথক একটি রূপ? [জ্ঞান]
ক পেশাগত সমাজকর্ম
খ পল্লি সমাজকর্ম
গ মিলিটারি সমাজকর্ম
ঘ প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা সমাজকর্ম **খ**

৮. RAPPORT কাদের মধ্যে গড়ে উঠে? [জ্ঞান] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর বন্ধুর
খ সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মাঝে
গ সমাজকর্মী ও চিকিৎসকের মধ্যে
ঘ সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর পরিবারের সদস্য **খ**

৯. সরাসরি সেবাদানকারী সমাজকর্মী বলতে বোঝায়, যারা— [অনুধাবন]
i. প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় সেবাদান করেন
ii. সমাজকর্ম শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে পেশায় নিয়োজিত
iii. সমাজকর্মের বিশেষ শাখায় পেশাদার কর্মে নিয়োজিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০. আন্তর্জাতিক সমাজকর্মের কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. জাতিসংঘের কাজে সহায়তা করে
ii. বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে ত্রাণ সরবরাহ করে
iii. বিশ্বব্যাপী অন্যায় প্রতিরোধে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১১. পেশাগত সমাজকর্মের কার্যাবলি সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. কার্যসম্পাদনে প্রভাব বিস্তারকারী সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে
ii. কর্মীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে
iii. কর্মী-মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

১২. মানবিক সমস্যার সাথে আধুনিক সমাজকর্মের সম্পর্ক কীরূপ? [জ্ঞান]
ক অত্যন্ত নিবিড় খ সহযোগিতামূলক
গ প্রতিযোগিতামূলক ঘ বিরূপ **ক**

১৩. *Reading to Social Problems* গ্রন্থের লেখক কোন সমাজবিজ্ঞানী? [জ্ঞান] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোহাম্মদপুর]*
ক আইরা সিলভার খ সি.এম.কেস
গ ম্যাকাইভার ঘ চার্লস গ্রাভিন **ক**

teachingbd.com

১৪. একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে— [অনুধাবন]
i. সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে
ii. চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারে
iii. চিকিৎসাকালীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৫. স্কুল সমাজকর্ম চালু হয়েছিল— [অনুধাবন]
i. শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে
ii. শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে
iii. অতিথি শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিল্পপতি জনাব আসিফুর রহমানের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের আন্দোলন চলছে। ন্যায্য বেতন ভাতা, কর্মঘণ্টা কমানো প্রভৃতি দাবিতে শ্রমিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় জনাব রহমানের নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সমাজকর্মী সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

১৬. উদ্দীপকের সমাজকর্মীকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়? [প্রয়োগ]
ক শিল্প সমাজকর্মী খ শহর সমাজকর্মী
গ দায়িত্বশীল সমাজকর্মী
ঘ চিকিৎসা সমাজকর্মী **ক**

১৭. উদ্দীপকের পরিস্থিতি নিরসনে একজন সমাজকর্মী —[উচ্চতর দক্ষতা]
i. শ্রমিকদের অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য স্পষ্ট করবেন
ii. মালিকপক্ষকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন
iii. ম্যানেজমেন্ট ও কর্মীদের মধ্যে আলোচনার পথ প্রশস্ত করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা, ইতিহাস ও গুরুত্ব, চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা

১৮. "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করাই হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম।" উক্তিটি কার? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক WHO Statistical Year Book
খ Sociological Year Book
গ Social Welfare Year Book
ঘ Social Work Year Book **ঘ**

১৯. চিকিৎসা সমাজকর্মের নতুন নামকরণ কবে হয়? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৯৮৪ সালে খ ১৯৯০ সালে
গ ১৯৯৫ সালে ঘ ১৯৯৮ সালে **ক**

২০. কোন ব্যক্তি রোগীর চিকিৎসায় সমাজকর্মীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেন? [জ্ঞান]
ক Dr. Richard C Cabot
খ Dr. Charles P Emerson
গ Mary Richmond ঘ W. A. Friedlander **ক**

২১. কার অনুপ্রেরণা এবং পরিচালনায় চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদের মাঠকর্মের প্রশিক্ষণকে চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক Dr. Charles P Emerson
খ Mary Richmond
গ Dr. Richard C. Cabot
ঘ W.A. Friedlander **ক**

২২. কত সালে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫১ খ ১৯৫৩
গ ১৯৫৫ ঘ ১৯৫৭ **গ**

২৩. বর্তমানে আমাদের দেশে মোট কয়টি হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৮৫ টি খ ৮৭ টি
গ ৮৯ টি ঘ ৯১ টি **খ**

২৪. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কবে? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৪ সালে খ ১৯৫৮ সালে
গ ১৯৬৮ সালে ঘ ১৯৭৮ সালে **ক**

২৫. হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে খাপ-খাওয়াতে রোগীদের সহায়তা করে কে? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্মী খ চিকিৎসক
গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ
ঘ চিকিৎসকের সহকারী **ক**

২৬. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের অগ্রগতিতে কার অবদান অন্যতম? [জ্ঞান]
ক ডা. ইব্রাহিম
খ ডা. মো. আলী আকবর
গ ডা. এম আর খান
ঘ ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত **খ**

২৭. *'Elements of Social Welfare'* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক Prof Dr. Md. Ali Akbar
খ Dr. Charles P Emerson
গ Mary Richmond
ঘ Dr. Richard C Cabot **ক**

২৮. রোগীদের রোগ-শোক সম্পর্কে সচেতন করার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অধিক উপযোগী? [জ্ঞান]
ক বিদ্যালয় সমাজকর্ম খ শিল্প সমাজকর্ম
গ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ঘ চিকিৎসা সমাজকর্ম **ঘ**

২৯. বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়— [অনুধাবন]
i. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে
ii. নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে
iii. বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com

৩০. চিকিৎসা সমাজসেবার কার্যক্রমের মাধ্যমে— [অনুধাবন]
i. রোগীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়
ii. অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়
iii. রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩১. মিসেস ক্লারা, মিস সাবিনা ও মি. জামান ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে প্রথম পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে হাসপাতালে নিয়োগ লাভ করেন। তাদের নিয়োগকৃত হাসপাতাল হচ্ছে— [অনুধাবন] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
i. চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতাল
ii. রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতাল
iii. মিটফোর্ড মেডিকেল হাসপাতাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
তুষার বাবার চিকিৎসা করাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যায়। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে সে প্রথমে কী করবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। এজন্য তাকে নানান জটিলতায় পড়তে হয়। তার এ অবস্থার উত্তরণে হাসপাতালে সমাজকর্মের একটি কর্মসূচি চালু আছে।

৩২. তুষারের এ ধরনের সমস্যা সমাধানে কে ভূমিকা রাখতে পারে? [প্রয়োগ]
ক মাঠকর্মী খ চিকিৎসা সমাজকর্মী
গ শিল্প সমাজকর্মী ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী **খ**

৩৩. রোগীদের বিভিন্ন জটিলতা দূরীকরণে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কর্মসূচি ভূমিকা পালন করে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ডাক্তার, নার্স ও রোগীর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে
ii. রোগীর উদ্বিগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে
iii. রোগীর চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ ক্লিনিক্যাল ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও গুরুত্ব

৩৪. সমাজকর্মের কোন শাখা সাহায্যার্থীর সমস্যা নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্মে
খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে
গ পেশাগত সমাজকর্মে
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মে **খ**

৩৫. ব্যক্তিত্বের ও আচরণের ত্রুটি, অসামঞ্জস্যতা, সাহায্যার্থীর প্রত্যাশা ইত্যাদি কোন সমাজকর্মের মাধ্যমে করা হয়? [জ্ঞান]
ক পল্লি সমাজকর্ম খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
গ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম
ঘ চিকিৎসা সমাজকর্ম **খ**

৩৬. সাহায্যার্থীর সমস্যা নির্ণয় করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমাজকর্মের কোন শাখা? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম
খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম
গ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
ঘ স্কুল সমাজকর্ম **গ**

৩৭. সমাজকর্মের কোন শাখা সম্পূর্ণভাবে মানসিক সেবা প্রদান করে? [জ্ঞান] *[বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]*
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম খ পেশাগত সমাজকর্ম
গ গ্রামীণ সমাজকর্ম ঘ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম **ঘ**

৩৮. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কাজ করে কীভাবে? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক স্তরায়িত পরিকল্পনার মাধ্যমে
খ কেস স্টাডি করে
গ বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে
ঘ সম্পদের গতিশীলতার মাধ্যমে **গ**

৩৯. মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে নিচের কোন শাখাটি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
গ প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম **ঘ**

৪০. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য কী? [জ্ঞান]
ক মানসিক ক্ষতিগ্রস্থদের সেবা প্রদান করা
খ শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করা
গ প্রবীণদের কল্যাণ সাধন করা
ঘ শিশুশ্রম রোধ করা **ক**

৪১. মানসিক রোগীদের সমাজে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য কীসের ব্যবস্থা করা হয়? [জ্ঞান] *[সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক পরিকল্পনার খ গবেষণার
গ কাউন্সেলিংয়ের ঘ প্রশিক্ষণের **গ**

৪২. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মে রোগীর ধরন কয় প্রকার? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক দুই প্রকার খ তিন প্রকার
গ চার প্রকার ঘ পাঁচ প্রকার **ক**

৪৩. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর কার্যক্রম হলো— [অনুধাবন]
i. সাহায্যার্থীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
ii. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাহায্যার্থীকে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা
iii. সাহায্যার্থীকে চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

৪৪. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কাজ করে— [অনুধাবন] /চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর/
i. মানসিক সেবা প্রদানে
ii. অপরাধীদের পক্ষে
iii. ব্যক্তির আচরণের ত্রুটি নির্ণয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব শরিফ একজন চাকরিজীবী। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েকে এক প্রবাসীর সাথে বিবাহ দেওয়ায় সে বিদেশে চলে যায়। ছেলেকে খুবই আদর যত্নে মানুষ করতে থাকেন। কিন্তু ছেলেটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। এহেন অবস্থায় সমাজকর্মের একটি শাখা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

৪৫. উদ্দীপকে জনাব শরিফের মানসিক সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের কোন শাখা এগিয়ে আসে? [প্রয়োগ]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম
খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম
গ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ঘ প্রবীণ সমাজকর্ম **খ**

৪৬. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর করণীয় হচ্ছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ব্যক্তিগতভাবে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা
ii. পারিবারিক থেরাপি প্রদান করা
iii. বাস্তব ভিত্তিতে থেরাপি প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ ii ও iii **খ**

★★ বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা, ইতিহাস ও গুরুত্ব

৪৭. কত সালের শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্ক সিটি, বোস্টন এবং হার্টফোর্ডে প্রথম পৃথকভাবে স্কুল সমাজকর্ম সেবাকার্য শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯০৫–০৬ খ ১৯০৬–০৭
গ ১৯০৭–০৮ ঘ ১৯০৮–০৯ **খ**

৪৮. সর্বপ্রথম কোন প্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং টিচার প্রবর্তন করা হয়? [জ্ঞান]
ক বোস্টনের মহিলা সমিতিতে
খ হার্টফোর্ডের সাইকোলজিক্যাল ক্লিনিকে
গ হার্টলে হাউস প্রতিষ্ঠানে
ঘ গ্রিন উইচ প্রতিষ্ঠানে **খ**

৪৯. কত সালে নিউইয়র্ক শহরের Rochester এ সর্বপ্রথম Visiting Teachers প্রবর্তন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯১০ সালে খ ১৯১১ সালে
গ ১৯১২ সালে ঘ ১৯১৩ সালে **ঘ**

৫০. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কত সালে স্কুল সমাজকর্ম চালু করা হয়?
ক ১৯৬৭ সালে খ ১৯৬৮ সালে
গ ১৯৬৯ সালে ঘ ১৯৭০ সালে **গ**

৫১. ঢাকায় কোন স্কুলে প্রথম স্কুল সমাজকর্ম চালু হয়? [জ্ঞান] /জাতীয় বন্দরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর/
ক সেন্ট যোসেফ স্কুল খ আরমানিটোলা স্কুল
গ হলিক্রস স্কুল
ঘ রাজারবাগ পুলিশ লাইন স্কুল **খ**

৫২. স্কুল থেকে বিচ্যুত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে স্কুল সমাজকর্ম কীসের ব্যবস্থা করতে পারে? [অনুধাবন]
ক কর্মসংস্থানের খ আর্থিক সাহায্যের
গ পরামর্শের ঘ নতুন স্কুলে ভর্তির **গ**

৫৩. ১৯০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে আমেরিকাতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম চালু করা হয় যে সকল প্রতিষ্ঠানে তাহলো— [অনুধাবন] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. বোস্টন ও শিকাগো বিদ্যালয়গুলোতে
ii. ওয়াশিংটন বিদ্যালয়গুলোতে
iii. নিউইয়র্ক সিটি বিদ্যালয়গুলোতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৫৪. স্কুল সমাজকর্মী হলেন একজন— [অনুধাবন] /ফেনী সরকারী কলেজ, ফেনী/
i. সমাজকর্মের ডিগ্রিধারী ব্যক্তি
ii. স্কুলের একজন শিক্ষক
iii. শিশু অপরাধ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৫৫. বিদ্যালয়ে সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে— [অনুধাবন] /সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট/
i. শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করা
ii. শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো
iii. শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন সাধন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দরিদ্র পরিবারের সন্তান সালেহা। অনেক কষ্টে সে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক অনটন এবং পারিপার্শ্বিক নানা সমস্যার কারণে সে লেখাপড়ায় মনোযোগ বজায় রাখতে পারছে না। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে ভালো ফলাফল করতে পারছে না।

achingbd

৫৬. সালেহার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন শাখা সহায়তা করতে পারে? [প্রয়োগ]
ক বিদ্যালয় সমাজকর্ম খ শিল্প সমাজকর্ম
গ হাসপাতাল সমাজকর্ম
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম **ক**

৫৭. সালেহার মতো শিশুদের লেখাপড়ায় উৎসাহী করতে একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মী— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন
ii. শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারেন
iii. শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ শিক্ষার্থীর উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা

৫৮. স্কুল সমাজকর্মী গৃহ-স্কুল এবং কমিউনিটির মধ্যে কী হিসেবে সেবা প্রদান করে থাকে? [জ্ঞান]
ক পরিদর্শনকারী খ সমালোচক
গ গৌণ সংযোগকারী
ঘ অপরিহার্য সংযোগকারী **ঘ**

৫৯. দলীয় প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয় সমাজকর্মীর সহায়ক কী? [জ্ঞান] *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*
ক জ্ঞান খ প্রজ্ঞা
গ অভিজ্ঞতা ঘ পরিবেশ **ঘ**

৬০. একজন স্কুল সমাজকর্মী কাদের উন্নয়নে কাজ করেন? [জ্ঞান] *[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*
ক অভিভাবকের খ শিক্ষার্থীর
গ শিক্ষকের ঘ কমিউনিটির **খ**

৬১. স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে এবং তাদের লেখাপড়ার সফল সমাপ্তির ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রাখেন কে? [জ্ঞান]
ক শিক্ষক খ অভিভাবক
গ স্কুল সমাজকর্মী ঘ কমিটির সদস্যগণ **গ**

৬২. শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা দূর করার জন্য স্কুল সমাজকর্ম কাজ করে— [অনুধাবন]
i. স্কুল কর্মকর্তার সাথে
ii. সমষ্টির বিভিন্ন সংস্থার সাথে
iii. শিক্ষার্থীর বন্ধুদের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৩. একজন স্কুল সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন— [অনুধাবন]
i. ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে
ii. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়নে
iii. স্কুলে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৬৪. বিদ্যালয় সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে— [অনুধাবন]
i. শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণে
ii. পড়াশোনার মান বৃদ্ধিকরণে
iii. শিশুশ্রম হ্রাসকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ শিল্প সমাজকর্মের ধারণা ও প্রকৃতি, শিল্প সমাজ

৬৫. হাসপাতাল এবং মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী কোন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে? [জ্ঞান]
ক পরনির্ভরশীলতামূলক খ সহযোগিতামূলক
গ হস্তক্ষেপমূলক ঘ পরিবর্তনমূলক **খ**

৬৬. কাদের সুবিধা ও অধিকার নিয়ে কাজ করে শিল্প সমাজকর্ম? [জ্ঞান] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক কর্মীদের খ মালিকদের
গ মালিক-কর্মী-উভয়ের ঘ উচ্চপদস্থ কর্মীদের **গ**

৬৭. সম্প্রতি জামান সাহেবের সাথে তার কারখানার কর্মীদের সম্পর্ক খুবই খারাপ যাচ্ছে। এজন্য কর্মীরা সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ করছে না। কারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে জামান সাহেব সমাজকর্মের কোন শাখার শরণাপন্ন হবেন? [প্রয়োগ] *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]*
ক শিল্প সমাজকর্ম খ পেশাগত সমাজকর্ম
গ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম **ক**

৬৮. কোন ধরনের সমাজকর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে কাজ করে? [অনুধাবন]
ক পেশাগত সমাজকর্মী
খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী
গ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সমাজকর্মী
ঘ শিল্প সমাজকর্মী **ঘ**

৬৯. ট্রেড ইউনিয়ন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যকার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন কে? [জ্ঞান]
ক শিল্প সমাজকর্মী খ কারখানার মালিক
গ কারখানার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা
ঘ ট্রেড ইউনিয়নের নেতা **ক**

৭০. শিল্প সংগঠনে সংশ্লিষ্ট সমাজকর্মীর ভূমিকা কীরূপ? [অনুধাবন] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস খ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি
গ কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
ঘ সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব নিরসন **ক**

৭১. শিল্প সমাজকর্মী হলেন একজন— [অনুধাবন] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. প্রশাসক ii. পরামর্শক
iii. উপদেষ্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭২. শিল্পকারখানায় শিল্প সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে— [অনুধাবন]
i. কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে
ii. শিল্প কারখানার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে
iii. কর্মীদের কর্ম বৈচিত্র্যের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭৩. শিল্প সমাজকর্মীদের কার্যাবলি হলো— [অনুধাবন]
i. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ঝুঁকি কমানো
ii. শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা
iii. শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৭৪. একজন শিল্প সমাজকর্মী সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি অর্জন করেন— [অনুধাবন]
i. শ্রম আইন সম্পর্কিত জ্ঞান
ii. কারখানা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান
iii. মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ প্রবীণ কল্যাণের ধারণা, প্রবীণ কল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৭৫. বার্ধক্যের আঘাত কীরূপ? [জ্ঞান]
ক সর্বজনীন খ দরিদ্র দেশে বেশি
গ গ্রামে বেশি ঘ শহরে বেশি **ক**

৭৬. মানবজীবনের কোন অবস্থাকে এক অযাচিত অথচ অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘনীয় দিক হিসেবে অভিহিত করা হয়? [জ্ঞান]
ক দারিদ্র্য অবস্থাকে খ শৈশবকালকে
গ প্রবীণ অবস্থাকে ঘ যৌবন কালকে **গ**

৭৭. জাতিসংঘের মতে, প্রবীণ হলেন তারা যাদের বয়স— [জ্ঞান] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ৫৫ বছরের উর্ধ্বে খ ৬০ বছরের উর্ধ্বে
গ ৬৫ বছরের উর্ধ্বে ঘ ৭০ বছরের উর্ধ্বে **খ**

৭৮. প্রবীণ কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো বেশিরভাগই কাদের জন্য গ্রহণ করা হয়? [অনুধাবন]
ক বেসরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য
খ সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য
গ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য
ঘ অবসরপ্রাপ্ত পুরুষ কর্মকর্তাদের জন্য **খ**

৭৯. পারিবারিকভাবে প্রবীণদের নিরাপত্তা প্রদান কোন ধরনের ঐতিহ্য? [জ্ঞান]
ক ধর্মীয় খ সামাজিক
গ অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক **খ**

৮০. অনেক সময় প্রবীণরা কোন কারণে সমস্যার সৃষ্টি করে? [জ্ঞান]
ক বেশি জানার কারণে খ মূল্যবোধের কারণে
গ কম জানার কারণে ঘ না জানার কারণে **খ**

৮১. একজন সমাজকর্মী প্রবীণ ব্যক্তিকে সহায়তা করতে পারেন— [অনুধাবন]
i. হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
ii. সভা, সেমিনারের মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করে
iii. তাদের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
এ রহমান সাহেব সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে চাঁদপুর জেলায় নিজ গ্রামে বসবাস শুরু করেন। যৌথ পরিবারে বসবাস করেন বলে প্রবীণ বয়সের একাকীত্ব তেমন অনুভব করেন না। নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলাধুলা এবং কৃষিকাজ দেখাশোনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্য মাঝে মাঝে তাকে শহরে আসতে হয়। তার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত।

৮২. রহমান সাহেবের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সমাজকর্মের কোন শাখাটি সংশ্লিষ্ট? [প্রয়োগ]
ক শিল্প সমাজকর্ম খ চিকিৎসা সমাজকর্ম
গ বিদ্যালয় সমাজকর্ম
ঘ প্রবীণ কল্যাণ সমাজকর্ম **ঘ**

৮৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত এ রহমান সাহেব প্রবীণ জনগোষ্ঠীভুক্ত। সকল দেশে এ ধরনের প্রবীণদের কল্যাণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. তারা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী
ii. তারা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ
iii. তারা বহুমুখী সমস্যায় আক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com